ত্রৈমাসিক

# সুন্নী জগৎ পত্রিকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

দ্বাদশ বর্ষ ❖ ১ম সংখ্যা ❖ হাদিয়া ৩০ টাকা

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

# سنی دنیا


দ্বাদশ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা

জমাদিউল উলা ১৪৩৭ হিজরী, ফেব্রুয়ারী-২০১৬, ফাল্গুন ১৪২২

অল ইন্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায় মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র


## —ঃ স্মরণে ঃ—

হযরত নুমান ইবনে সাবিত

**ইমামে আযম আবু হানিফা**

(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)

**বফয়জে রুহানী**

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা ময়ীনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

হযরত শাহ শেহাবুদ্দিন সাহারওয়ারদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শায়েখ আহমাদ সিরহান্দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

## —ঃ সারপরাস্ত ঃ—

**আল্লামা তাওসিফ রেজা খান**

বেরলবী–মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, শ

## —ঃ কালামে রাজা ঃ—

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا
تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا

فیض ہے یا شہ تسنیم زبالہ تیرا
آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا

اغنیا چلتے ہیں در سے وہ ہے بازا تیرا
اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستا تیرا

غرش دامنے تری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

آساں خوان، زمیں خوان، زمانہ مہمان
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا

میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا

## —ঃ মুশিরে আলা ঃ—

মুনাজিরে আহলে সুন্নাত ফকিহুন্ নাফ্স খলিফায়ে মুফতী আযম হিন্দ

আল্লামা মুফতী মতিউর রহমান রেজবী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী, বিহার




pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

## পরিচালন কমিটি

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ– মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবা M-9434164314
সম্পাদক মণ্ডলীর সহ-সভাপতি ঃ– হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী M-9932371879
এবং মাওলানা শামসুদ্দিন মেসবাহী M-7872551872
প্রধান সম্পাদক ঃ– মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী- M-9434861118
সহ-সম্পাদক ঃ– মাওঃ শাফিকুল ইসলাম রেজবী M-9732708570
কার্য্যকারী সম্পাদক ঃ– মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী মোবাইল নং–M-9679488802
কোষাধাক্ষ্যঃ মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী M-9564500730
সহ-কোষাধাক্ষ্য ঃ–মুফতী জিয়াউল মোস্তফা রেজবী M-9732517047

**সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ—**

পীরে সাইয়েদ শাহ মহম্মদ আলী দাস্তেগীর M-9804975361 ১) মাওঃ হেলালউদ্দিন রেজবী M-9732889554 ২) মাওঃ নেজামুদ্দিন রেজবী M-9732073282 ৩। মাওঃ আলমগীর হোসাইন M-9732823531 ৪) মাওঃ মোয়াজ্জেম হোসাইন কালিমী M-9732566920 ৫) মুফতী নুরুল আরেফীন রেজবী M-9732030031 ৬) মাওঃ আলী হোসাইন তাহাসিনী M-9735347801 ৭) মাওঃ নিয়াজ আহমদ ক্বাদেরী M-9732625398 ৮) মাওঃ কেতাবুদ্দিন M-9732093108 ৯) মাওঃ আলীমুদ্দিন কালিমী M-9775137910 ১০) মাওঃ শাহেরুল ইসলাম রেজবী M-9734500570
১১) মাওঃ জাহাঙ্গীর আলম রেজবী M-9609152344 ১২) মাওঃ আব্দুল হান্নান রেজবী M-9733990713 ১৩) মাওঃ গোলাম মুরসালীন M-9735438171 ১৪) মাওঃ আব্দুস সামাদ আল ক্বাদেরী M-9733509136 ১৫) মাষ্টার লুৎফার রহমান M-9153060793 ১৬) মাওঃ মোবারক হোসাইন M-9932202639 ১৭) মাওঃ ইজহারুল হক M-9800215786 ১৮) মাওঃ ময়জুদ্দিন কালিমী M-8768513828 ১৮) ক্বারী আবুল কালাম রেজবী M-9933108817 ১৮) মুফতী সাবির রেজবী M-9735206607 ১৯) মাওঃ গোলাম মোস্তফা M-9732417902 ২০) হাফেজ হারুনার রশিদ M-9733512078

**বিশেষ সদস্যবৃন্দ** ঃ— ১) মুফতী আবু তোরাব মিসবাহী রেজবী ২) মাওঃ সিরাজুদ্দিন নুরী ৩) মাওঃ আকরামূল হক ৪) মাওঃ মুশার্‌রাফ হোসাইন ৫) মাওঃ ইব্রাহিম ক্বাদেরী ৬) মাওঃ আবু রায়হান ৭) মাওঃ হাবিবুর রহমান রেজবী ৮) ক্বারী সাজেদূর রহমান রেজবী ৯) মাওঃ নাজম হোসাইন কালিমী ১০) ক্বারী মাওঃ হায়াত আলী ১১) মাওঃ ইকরামূল সেখ কালিমী ১২) মাওঃ আইউব সেখ কালিমী ১৩) মুফতী রেজাউল হক মুজাদ্দেদী ১৪) গোলাম মোর্ত্তুজা রেজবী ১৫) ক্বারী মোঃ ফাহিমুদ্দিন কালিমী ১৬) মাওঃ মোঃ সাবির ১৭) মাওঃ জামিল রেজা জামালী ১৮) ক্বারী আবুল হাসান ১৯) মাওঃ হাবিবুর রহমান রেজবী ২০) মাওঃ জামালউদ্দিন ২১) মাওঃ বুরহানুল ইসলাম রেজবী ২২) মুফতী ওমর ফারুক মিসবাহী ২৩) হাফিজ সাইফুদ্দিন ২৪) মাওঃ হাসিমুদ্দিন কাদেরী ২৫) মনিরুল ইসলাম রেজবী ২৬) মাওঃ আহমদ রেজা ২৭) মুফতী আবু তাহের রেজবী ২৮) মাওঃ মৌমেকুল ইসলাম ২৯) মাওঃ তোফাইল হক ৩০) মাওঃ নুরুল ইসলাম রেজবী ৩১) মুফতী আজমীর হোসাইন ৩২) হাফিজ আঃ রাকিব ৩৩) মাওঃ সায়ীদূর রহমান ৩৪) মাওঃ মুখলেসুর রহমান ৩৫) মাওঃ হাবিবুর রহমান ৩৬) মুফতী তাফাজ্জুল হোসাইন কালিমী ৩৭) মাওঃ আব্দুস সবুর ৩৮) মোঃ মোনসুর আলী ৩৯) মাওঃ কেতাবুদ্দিন হোসাইন ক্বাদেরী।

## প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত–মুফতী আলহাজ মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব
সাং–দিয়াড়জালিবাগিচা; পোঃ–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ ফোন ৯৪৩৪৮৬১১১৮

pdf By Syed Mostafa Sakib

# সম্পাদকীয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

الحمدلله رب العالمين الصلوة واسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين

ওলি ঃ—

ওলি মানে বন্ধু। ওলি আল্লাহ মানে আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহ তায়ালার মহব্বত ও নৈকট্য অর্জনকারী। আওলিয়া ওলির বহুবচন। ওলি আল্লাহ আল্লাহ তায়ালার গৃহিত, স্বীকৃত বান্দা। আর ওলি মিন দুনিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া ওলি ধর্মত্যাগি বিশ্বাসঘাতক।

পীরে তরিকত হযরত আল্লামা শাহ জায়েদ ফারুকী নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী আযহারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ। হযরত মহম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসুল, হাবিব। আযাল হতে আবাদ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার খেলাফতের মর্যাদা তাঁর সঙ্গেই সম্পর্কিত।

আযল সে আবাদ তক ওহ্ সবকে নবী
তামাম আম্বিয়া উন্ কে হ্যায় উম্মাতী
ওহ্ সার-তাজ কুল আম্বিয়া লা কালাম
বেলা শাক্ রাসুলুঁও কে বরহাক্ ইমাম্।

তাঁর আগমনের পূর্বে আল্লাহর খেলাফত আম্বিয়াগণ লাভ করতে থাকেন এবং তাঁর আগমনের পরে ঐ খেলাফতের প্রতিনিধিত্ব কামেল আওলিয়াগণ লাভ করতে থাকেন। যতদিন পর্যন্ত এই পদ ও মর্যাদা থাকবে ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

ওলি আওলিয়া গণের শান সম্পর্কে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেন। ইমাম বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের ইমামগণ এই হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেন। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ননা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলেন–যে ব্যক্তি আমার কোন ওলির সঙ্গে দুষমনী রাখে তার সঙ্গে লড়াই এর ঘোষনা করছি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয় না এমন কোন বস্তুর দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে আমি যা তার উপর ফরজ করেছি তা অপেক্ষা। আমার বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি আর যখন তাকে ভালবাসি আমি হয়ে যায় তার কান যার দ্বারা সে শ্রবণ করে। আমি হয়ে যায় তার চক্ষু যার দ্বারা সে দেখে। আমি হয়ে যায় তার হাত যার দ্বারা সে ধরে এবং আমি হয়ে যাই তার পা যার দ্বারা সে চলে এবং যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে তাকে দান করি এবং যদি সে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দান করি। আর আমি দ্বিধাগ্রস্থ হই না যা আমি করতে চাই তাতে। মুমিনের রুহ কবজ করার ন্যায় ইতস্ততঃ না করার মত। সে মৃত্যুকে নাপছন্দ করে আর আমি না পছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করাকে। কিন্তু মৃত্যু তার জন্য আবশ্যক। কেননা সে মৃত্যুর মাধ্যমেই আমার নিকট আসতে পারবে।

–মেশকাত শরীফ, ১৯৭ পৃষ্ঠা

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরাতুল মানাজীহ ৩য় খন্ড ৩০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে–উক্ত হাদীস অনুসারে উলামায়ে কেরাম বলেন, ওলি আল্লাহর দুষমন কাফের তার কুফরী অবস্থায় মরার সম্ভবনা আছে। (মিরকাত) কেবলমাত্র দুটি গোনাহের জন্য রব তায়ালা যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। এক সুদখোর এবং দুই ওলি আল্লাহর দুষমন।

এই হাদীস হতে প্রমাণিত যে আল্লাহ তায়ালার নিকট পৌঁছাবার অনেক উপায় কিন্তু সমস্ত উপায়ের শ্রেষ্ঠ উপায় ফরজ সমূহ আদায় করা। সুফিগণ বর্ণনা করেন ফরজ সমূহ ছাড়া নফল ইবাদত কবুল হয় না। ফরজ সমূহ আদায় করার পর নফল বেশী কার্য্যকর হয়।

মেশকাত শরীফের ৪২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাইল আলায়হিস সালামকে ডেকে বলেন যে আমি অমক বান্দাকে ভালবাসি তুমি তার সঙ্গে মহব্বত করো তখন জিবরাইল আলায়হিস সালামও সেই বান্দাকে ভালবাসতে শুরু করেন। অতঃপর আসমানে এই ঘোষনা করে দেন যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অমুক বান্দাকে ভালবাসেন অতএব তোমরাও সকলে তাকে ভালবাস। যখন আসমানবাসী ফেরেশতাগণ তাকে ভালবাসতে শুরু করেন তখন দুনিয়াতেও তার জনপ্রিয়তা বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা এই ওলিদের প্রতি আল্লাহর বান্দাদের দিল তখন আসক্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল ওলি আল্লাহ সমন্ধে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–১১পারা, সূরা ইউনুস, আয়াত ৬২-৬৩

"অর্থাৎ শুনে নাও নিশ্চয় আল্লাহর ওলিগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ"

"ঔ সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেযগার অর্থাৎ খোদাভীতি অবলম্বন করে" এই আয়াতের তাফসীর খাযায়েনুল ইরফানে হযরত সৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী বলেন, ইলম-ই কালাম বিশারদগণ বলেন– ওলি হচ্ছেন তিনিই যিনি বিশুদ্ধ আকিদা অকাট্য প্রমানাদীর ভিত্তিতে পোষন করেন। আর সৎ কার্য্যাদি শরীয়তের বিধানাবলী অনুযায়ী পালন করেন।

কোন কোন আরিফ বান্দা বলেছেন–বেলায়াত হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য ও সর্বদা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকার নাম। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন–ওলি হচ্ছেন তিনিই যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। ইবনে যায়েদ বলেছেন ওলি হচ্ছেন তিনিই যার মধ্যে ঐ গুন থাকে যা এ আয়াতে উল্লেখ হয়েছে অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করেছে।

আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত মাওলানা মহম্মদ আলিমুদ্দিন নকশেবন্দী মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর গাওসে জামা পুস্তকে বলেন–বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পূর্ণ আওলিয়া যে জগতে আছেন তাহা অস্বীকার করিবার কোন পথ নাই। ক্রমান্বয়ে গ্রাম হইতে শহর, দেশ হতে মহাদেশ এমনকি সমগ্র পৃথিবীই এক এক জনের কর্মক্ষেত্র। ইহা পরম ও চরম প্রেমিক খোদা স্বয়ং নির্ধারণ করিয়া দিয়া থাকেন। সমগ্র বিশ্ব যাঁর দোহাই চলিয়া থাকে তিনিই হন গওস অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতের রাজাধিরাজ।

ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু পার হবে সে ভব সিন্ধু
কভু নহে সে নিরানন্দ নিরাপদে যাবে চলে।
কোরআন পাকে বলে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡم

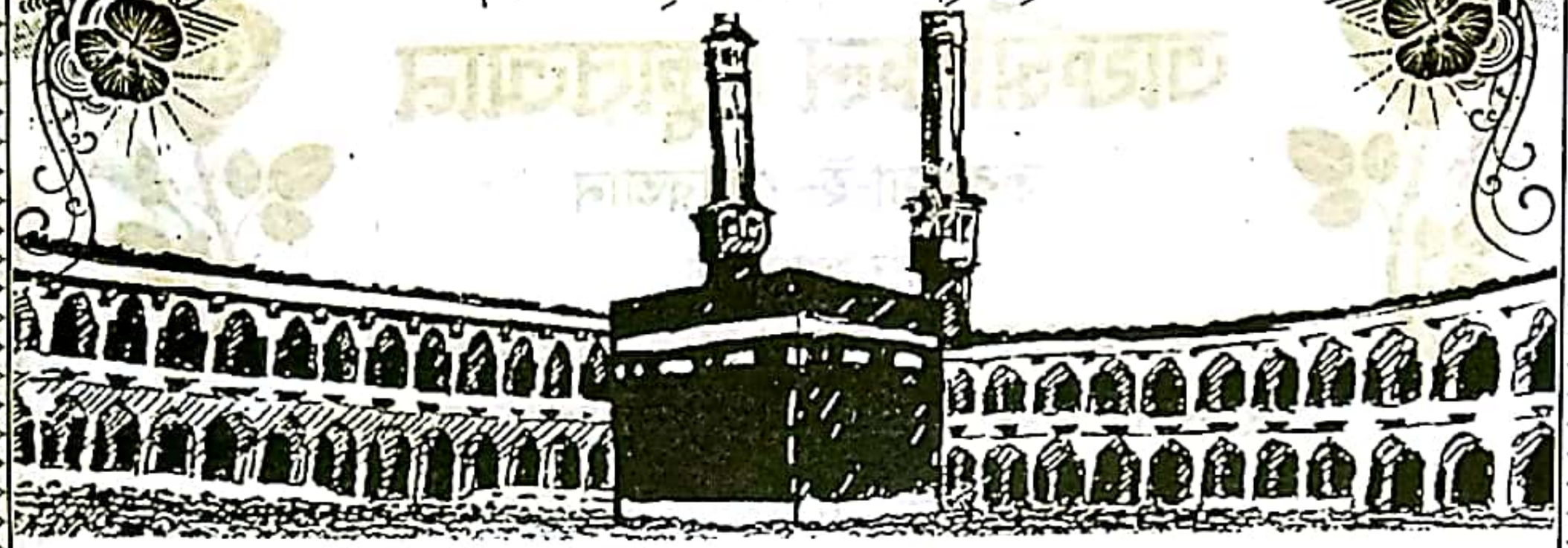

# ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

অল ইণ্ডিয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়ামের পরিচালনায়
মাসলাকে আলা হযরতের মুখপত্র

## —ঃ সুচীপত্র ঃ—


তাফসীরুল কোরআন– —০৬
হাদীসে রাসুল– —০৮
বে–মেসল বাশার —১০
বেরেলীর মাজাব (গজল) —১৩
মহিলাদের মাজার জিয়ারত সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম —১৪
ভিডিও ক্যাসেট করা ও টিভি চ্যানেলে ধর্মীয় প্রগ্রাম করা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম —১৬
ফাতাওয়া বিভাগ– —১৯
চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ – —২৫
দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভারসিটি কেরালা হতে প্রকাশিত হায়াতুর রাসুল পুস্তকে নবীপাকের তাওহীন– —৩০
বিশ্বনবী মুহাম্মাদে আরাবী জীবনে কি কি করেন নি ও বলেননি —৩২
নবীপাকের তুলনাহীন অঙ্গ– —৩৩
জানা অজানা– —৩৪
সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত কিছু ভুল ত্রুটি সমাধান– —৩৫
গওসুল আজম শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানীর সংক্ষিপ্ত কারামত —৩৮
নবীর গুস্তাখী কমলেশ তেওয়ারীর ফাঁসি হওয়া উচিৎ– —৪২
কবিতাবলী– —৪৪
খবরা খবর – —৪৫

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

# তাফসীরুল কোরআন

## তরজমা-ই- কোরআন

কানজুল ঈমান

কৃতঃ– আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা
শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

## তাফসীর ঃ—"খাযাইনুল ইরফান"

কৃতঃ–সাদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ—আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ—প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

## সূরা–আহযাব, পারা-২২, আয়াত-৪৫,৪৬ ও ৪৭

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।

Allah in the name of the Most Affectionate, the Merciful.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

৪৫। হে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা (নবী) নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি "উপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী" (হাযির-নাজির) করে (ক) সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী করে (খ)

45. 'O prophet! The Communicator of unseen news, no doubt, We have sent you as a present beholder and bearerof glad tiding and a warner.

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿

৪৬। এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর নির্দেশে আহ্বানকারী (গ) আর আলকোজ্জ্বলকারী সূর্যরূপে (ঘ)

46. And an inviter towards Allah by His command and a brightening sun.

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ।

৪৭। এবং ঈমানদারদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।

47. And give glad tidings to the believers that for them is great bounty of Allah.

টীকা (ক) শাহেদ এর অনুবাদ "উপস্থিত পর্যবেক্ষণকারী (হাযির-নাজির) করা খুব উত্তম অনুবাদই। ইমাম রাগেব এর প্রসিদ্ধ কিতাব "মুফরাবাদাত" এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়—
এর অর্থ হচ্ছে ঘটনাস্থলে প্রত্যাক্ষ ভাবে দেখার সাথে (হাযির-নাজির) থাকা চাই সে দেখা কপালের চোখে হোক কিংবা অন্তরের চোখে হোক। আর সাক্ষীকেও এ জন্য বলা হয়। যেহেতু সাক্ষী সচক্ষে অবলৌকনের মাধ্যমে যেই জ্ঞান রাখে তা বর্ণনা করে থাকে। বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমগ্র জাহানের প্রতি প্রেরিত তাঁর রিসালাত ব্যাপক। যেমন সূরা ফোরকানের প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হুজুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত দিনেরও সমস্ত সৃষ্টির জন্য সাক্ষী এবং তাদের কর্ম ও কার্যকলাপ সত্যায়ন ও প্রত্যাক্ষান হিদায়াত ও গোমরাহী সবই স্বচক্ষে ফরমাচ্ছেন।

(আবুস সাউদ জুমাল)

টীকা– অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় শুনান।
গ) অর্থাৎ সৃষ্টিকে আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি আহ্বান জানান।
টীকা (৪) সিরাজ এর অনুবাদ সূর্য। এটা কোরআন করীমেরই সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যময়। সূর্যকে সিরাজ বলা হয়েছে। যেমন সূরা নুহ এ "ওয়াজায়ালাশ শামসা সিরাজা" আর শেষ পারা প্রথম সূরায় এরশাদ হয়েছে "ওয়া জায়ালনা সিরাজাঁও ওহ্হাজা" প্রকৃত পক্ষে হাজার হাজার সূর্য অপেক্ষাও অধিক আলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়তের নুরই দান করেছে। আর তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুফর ও শিরকের গাঢ় অন্ধকারকে স্বীয় বাস্তবতা বিকিরণকারী "নুর" দ্বারা দূরীভুত করে দিয়েছেন, সৃষ্টির জন্য আল্লাহর পরিচিতি ও একত্ববাদ পর্যন্ত পৌছাবার পথ সমূহ সমুজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। পথ ভ্রষ্টতার অন্ধকার উপত্যকায় পথ হারা লোকেদের স্বীয় হিদায়াতের আলো দ্বারা সঠিক পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন, এবং নবুয়তের জ্যোতিদ্বারা হৃদয় ও অন্তরচক্ষু এবং মন ও আত্মাগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বরকতময় অস্তিত্ব এমন এক বিশ্ব আলোকিতকারী সূর্য যা হাজার হাজার সূর্য তৈরী করেছে। এই কারণে তাঁর গুনাবলীর মধ্যে (অবলোক দানকারী) ও এরশাদ হয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# হাদীসে রাসুল

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

মুফতী মহম্মদ আলীমুদ্দিন রেজবী

১। হযরত ওমরা বিন রুওয়াইবা হতে বর্ণিত যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ঐ ব্যক্তি কখনই আগুনে প্রবেশ করবে না যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্তের পূর্বে নামাজ আদায় করতে থাকে অর্থাৎ ফজর ও আসর।

মুসলীম শরীফ, মেশকাত শরীফ ৬২ পৃষ্ঠা)

২। হযরত যুনদুব কুসারী বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যাক্তি ফজরের নামাজ পড়ল সে আল্লাহর হেফাজতে চলে এল। (মেশকাত শরীফ ৬২ পৃষ্ঠা)

৩। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–মুনাফেকের জন্য ফজর ও ঈশা ব্যাতিত কোন নামাজ এত বেশী ভারি নয়। যদি তারা জানত ইহার মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়েও আসত। (মেশকাত শরীফ ৬২ পৃষ্ঠা)

৪। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ঈশার নামাজ জামায়াতে পড়ল সে যেন অর্ধরাত্রি ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকল আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামায়াতে পড়ল সে যেন পূর্ণ রাত নামাজ পড়ল। (মেশকাত শরীফ ৬২ পৃষ্ঠা)

৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– জামায়াতের সাথে একাকী নামাজ আদায় অপেক্ষা ২৭ গুনেরও বেশী মর্যাদা রাখে। বোখরী, মুসলীম)

৬। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– তাঁরই কসম যাঁর কবজায় আমার জান রয়েছে আমার ইচ্ছা হয় কিছু লকড়ি একত্রিত করার নিদেশ দিতে এবং তা একত্রিত করা হবে তারপর আমি নামাজের আজান দিতে আদেশ করব আর আজান দেওয়া হবে। তারপর আমি কাউকে লোকেদের ইমামতি করার হুকুম দিব সে লোকেদের ইমামতি করবে। আর আমি সে সব লোকেদের বাড়ি বাড়ি যাব যারা নামাজে উপস্থিত হয় নাই তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিব।

৭।. হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে– তিনি বলেছেন যদি ঘর সমূহে স্ত্রীলোক এবং বালক বালিকারা না থাকত তাহলে আমি ঈশার নামাজের জামায়াত কায়েম করে আমার যুবকদের আদেশ দিতাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

তারা যেন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। (বিশেষ দৃষ্টব্য ঃ–যারা মাসজিদে উপস্থিত হয় না তাদের ঘর।)

৮। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবীপাক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন – যে ব্যক্তি আজান শুনেছে অথচ জামায়াতে হাজির হয় নাই তার নামাজ নাই তবে যদি তার কোন গ্রহনীয় ওজর থাকে।

৯। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে একদিন নামাজের তাকবীর বলা হল তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর নুরময় চেহেরা আমাদের দিকে ফিরালেন এবং বললেন–তোমাদের কাতার সোজা করে নাও এবং পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াও নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতেও দেখতে পাচ্ছি। বোখারী মুসলীম এর বর্ণনায় রয়েছে তোমাদের কাতার সমূহ পূর্ণ করো কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকেও দেখে থাকি। (মেশকাত শরীফ ৯৮ পৃষ্ঠা)

১০। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–তোমরা কাতার সোজা করো কারণ কাতার সোজা করা নামাজ প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত। (বোখারী, মুসলীম) মুসলীম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে কাতার ঠিক করা নামাজ পূর্ণ করারই সামিল। (মেশকাত শরীফ ৯৮ পৃষ্ঠা)

১১। হুরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–তোমরা প্রথম কাতারকে আগে পূর্ণ করবে তারপর তার নিকটস্থ পিছনের কাতারকে পূর্ণ করবে। যা কমতি থাকবে তা যেন সর্বশেষ কাতারে থাকে।

(মেশকাত শরীফ ৯৮ পৃষ্ঠা)

১২। হযরত কাব ইবনে উজরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে বলার কতিপয় বাক্য রয়েছে সেগুলো যারা বলবে বা করবে তারা কখনো নিরাশ হবে না। ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবর। (মুসলীম শরীফ, মেশকাত শরীফ)

১৩। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবর বলবে ইহা হল ৯৯ বার আর একশত বার পূর্ণ করার জন্য বলবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু লা-শরিকালাহু লাহুল মুলকো ওয়া লাহুল হুমদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইন কাদির। তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মেশকাত শরীফ ৮৯পৃষ্ঠা)

১৪। হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন সালাম ফিরাতেন তখন বলতেন–আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জাল জালাকে ওয়াল ইকরাম। ইহা পাঠ করার সময়ের বেশি বসতেন না। (মেশকাত শরীফ ৮৮ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib



# বে-মেসল বাশার

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

মহম্মদ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

মিরাজুন্নাবী



পূর্ব প্রকাশিতের পর ঃ-

(গত সংখ্যায় উলামায়ে কেরামগণের দৃষ্টিতে মিরাজ আলোচিত হয়েছে)

## মিরাজের হিকমত (রহস্য ও গুরুত্ব)

১। আল্লাহ তায়ালা বলেন-"নিশ্চয় আল্লাহ মুসলমানদের নিকট থেকে তাদের সম্পদ ও জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন এ বিনিময়ের উপর যে তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে"। (১১ পারা, সূরা তোবা, আয়াত ১১১)

আল্লাহ তায়ালা ক্রেতা মোমিন হচ্ছে বিক্রেতা। মোমেনের জীবন ও ধনসম্পদ বিক্রয়ের মাল এবং তার মুল্য জান্নাত। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই পন্য দ্রব্যের শ্রেষ্ঠ উকিল। আর উকিলের কর্ম হচ্ছে যে পন্যদৃব্যকেও দেখা এবং তার মূল্যকেউ দেখা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-হে আমার নবী আপনি নিজের উম্মতকে দেখেছেন এবং তাদের জান মালকেও দর্শন করেছেন। আসুন তার মূল্য জান্নাতকেও দর্শন করুন এবং ক্রেতা মহান রব তায়ালাকে ও দর্শন করুন। এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা বিশ্বনবীকে মিরাজ দান করেছেন। (মায়ারেজুন নবুয়ত ৯২ পৃষ্ঠা)

২। আমাদের নবী ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূর্বে যত নবী ও রাসুল এসেছেন সকলেরই কলেমা "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যাতিত কোন মাবুদ নাই। কিন্তু এ স্বাক্ষ্য শ্রবণকৃত স্বাক্ষ্য কোন নবী আল্লাহ তায়ালাকে চাক্ষুষ দর্শন করেন নাই। পূর্ণ স্বাক্ষ্য চাক্ষুষ দর্শনের উপর নির্ভর করে। এই জন্য জরুরী ছিল এ রকম শান শওকাতের নবীর যিনি আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে দর্শন করে স্বাক্ষ্য দিবেন যাতে তাঁর স্বাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে যায়। ইহারপর কিয়ামত পর্যন্ত না কোন নবী আসার প্রয়োজন হবে না স্বাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন থাকবে। এই কারণেই আল্লাহ তায়ালা আমাদের আকা ইমামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মেরাজ শরীফ দান করেছেন সৃষ্টি জগৎকে দেখলেন এবার স্রষ্ঠাকেও দেখলেন। আর দেখার পরই স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। এই কারণেই আমাদের আকা নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পর কোন নবী জন্ম গ্রহণ করবেন না এজন্য যে দর্শন ও স্বাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে গেছে।

৩। আল্লাহ তায়ালা জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করেছেন। জমিন ও আসমানের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে মোনাজারা হয়। জমিন বলে হে আসমান আমি তোমার অপেক্ষা উত্তম। আমার মধ্যে বৃক্ষাদি, পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা, পশু-পক্ষী বিভিন্ন রকমের ঘাস দ্বারা সজ্জিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসমান উত্তর দেয়–হে জমিন শুন আমার মধ্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, লৌহ, কলম, আরশ, কুরশি অবস্থিত। জমিন বলে–আমার মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস, খানায়ে কাবা আছে। যার জিয়ারত আম্বিয়া, আওলিয়া সহ সমস্ত মুসলমান করেন। আসমান বলে–আমার মধ্যে বায়তুল মামুর আছে যার তওয়াফ ফেরেশতাগণ করেন। আসমান আরো বলে–আমার মধ্যে জান্নাত আছে। তখন জমিন মুচকি হেসে আনন্দিত হয়ে আসমানকে সম্বোধন করে বলে–হে আসমান শুন আমার মধ্যে জান্নাতের মালিক; আরশের শোভা মাহবুবে খোদা মহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করছেন।

আশিকে রাসুল ইমাম আহমদ রেজা আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–"খাম হোগায়ী পুশতে ফালাক ইসতায়নে জমিনসে শুন হামপে মদিনা হ্যায় ও রুতবা হ্যায় হামারা।"

ইহা শ্রবণ করে আসমান বিনয় সহকারে স্বীকার করে নিয়ে মস্তক নিচু করে নিয়ে রব খোদা তায়ালার নিকট আরজ করে–হে মওলা নিজ প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আরশে আযিমের উপর আহ্বান করুন। তিনি তাঁর রহমতের কদম দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেন যাতে করে জমিনের নিকট আমাকে লজ্বিত হতে না হয়। আমাদের আকা মিরাজের রাত্রে আসমান ভ্রমণ করেন। আল্লাহ তায়ালা আসমানের দোয়া কবুল করে তাঁকে পবিত্র মিরাজ প্রদান করেন আসমান ও আমরা ধন্য হই। (মায়ারেজুন নবুয়ত)

৪। আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আখেরী নবী, আখেরী রাসুল। এখন তাঁর পরে কোন নতুন নবী আসবেন না। কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের নবীরই জামানা বা সময়কাল। আর বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান উচ্চ শিখরে আরোহন করেছে। সূর্যের আলোতে রাত্রের অন্ধকারে গ্রাম গঞ্জে শহর ও বাজারে বিজ্ঞানের আশ্চর্য আশ্চর্য আবিস্কার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এরকম আশ্চর্য জিনিস বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে যা দেখে জ্ঞানবুদ্ধি হতবাক ও পেরেশান হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের আবিস্কার রকেট কয়েক মিনিটে হাজার কিলোমিটার গিয়ে আবার ফিরে আসছে। বৈজ্ঞানিকদের দাবী যে তারা চাঁদে গিয়েছে সেখানকার মাটি নিয়ে ফিরে এসেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সময়কালে জরুরী ছিল যে আল্লাহ তায়ালা নিজ আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এই রকম মোজেজা দান করেন যা এ সময়ে বৈজ্ঞানিকদের অতি আশ্চর্য অগ্রগতির জবাব হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের জবাব হয়ে যায়। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজ প্রিয় নবীকে মিরাজ শরীফের শেষ্ঠ্যত্ব মোজেজা প্রদান করেছেন। যাতে চন্দ্রের পৃষ্ঠে ভ্রমণকারী দাবীকারকগণ দেখে নেয় যে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম চাঁদকে রাস্তার ধুলি বানিয়ে সপ্তম আসমানকে সিড়ি বানিয়ে আরশে আযিমে উপস্থিত হন। ইহার পর লা-মাকানে হাজির হয়ে মুহুর্তের মধ্যে ফিরে এসে দেখেন জিঞ্জির নড়ছে, বিছানা গরম আছে এবং ওজুর পানি তখনও প্রবাহিত হচ্ছিল। বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিস্কারকগণ দেখে হতবাক এবং ইনশায়াল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বৈজ্ঞানিকগণ আশ্চর্য হতেই থাকবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তায়ালা যে স্থান পর্যন্ত নিজ প্রিয় হাবিবকে পৌছেছেন সে স্থান পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানও পৌছাতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। নবী চিরকালই বে-মেসল্, উদাহারণ হীন।

৫। "ইন্না আত্বায়না কাল কাউসার" অর্থাৎ আমি আপনাকে অসংখ্যা গুনাবলী দান করেছি" জমিন হতে আসমান পর্যন্ত, ফারশ হতে আরশ পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি জগতের ক্ষমতা ও অধিকার আল্লাহ তায়ালা নিজ প্রিয় হাবিবকে দান করেছেন। এ কারণেই জান্নাতের দরজাতে জান্নাতের প্রত্যেক পাতায় লিখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির জগতে সমস্ত বস্তুর স্রষ্ঠা আল্লাহ তায়ালা আর এ সমস্ত বিশ্ব জগতের সমস্ত বস্তুর মালিক মুখতার করেছেন নিজ প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে।

আশিকে রাসুল ইমাম আহমদ রেজা আলা হযরত আলায়হি রহমা বলেন–

"খালিকে কুল নে আপ কো মালিকে কুল বানা দিয়া
দোনো জাঁহা হ্যায় আপকে কবজা ও ইখতিয়ার মে"

আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন যে তাঁর প্রিয় মাহবুবকে যে সৃষ্টি জগতের মালিক তৈরী করেছেন মিরাজের রাত্রে আহ্বান করে সেই সৃষ্টি জগৎকে ভ্রমণ করিয়ে নেওয়া মালিককে তাঁর অধিকার ও ক্ষমতা দেখিয়ে দেওয়া। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মিরাজ শরীফ দান করেছেন।

(সংগ্রহিত– আনওয়ারে বয়ান ২য় খন্ড ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

৬। আল্লাহ তায়ালা আকায়ে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পৃথিবী থেকে আসমানী জগৎ বা উর্দ্ধোজগতে ভ্রমণ এ জন্য করিয়েছেন যে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের মিলনের আকাঙ্খিত আশা পুরণ ও ফেরেশতা জগতের খেদমত ও ইবাদত দর্শন।

৭। বিশ্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইহ জগতের কয়েদ খানা থেকে উর্দ্ধোজগতে এ জন্য নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল যাতে তিনি পরজগতের সুক্ষ্ণ বস্তু বিষয়াদী দর্শন করেন এবং দুনিয়ার হীন বস্তু সমূহ হতে সম্পুর্ণ ভাবে পবিত্র থাকেন।

৮। ইমাম জাফর ইবনে বাকের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মিরাজে নিয়ে যাওয়ার একটি হিকমত বর্ণনা করেছেন–যে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আজান এর শিক্ষা দিতে চাইলেন। তিনি যখন আসমানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আরশ কুরশি লৌহ কলম থেকে ও বিশেষ পর্দার নিকট উপস্থিত হন তখন পর্দার পিছন দিক হতে একজন ফেরেশতা বের হয়ে এসে নামাজের আজান এর মত আজান দেন। ইহা তিনি শ্রবণ করেন। এখনকার প্রচলিত আজান সেই আজান।

৯। এই পবিত্র বিশ্ব রাসুলকে মিরাজের রাত্রে সর্ব প্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে যাওয়া হয় এবং সমস্ত নবীগণের ইমাম করানো হয় যাতে করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকলের নিকট প্রকাশিত হয়। ইহার পর থাকে বায়তুল মামুরে নিয়ে গিয়ে ফেরেশতাকুলের ইমাম করানো হয় যাতে তাদের মধ্যেও নবীপাকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বিশ্ব জাহানের নবী করে, রহমত করে প্রেরণ করেছেন এ জন্যই তিনি সমগ্র সৃষ্টি জ্বীন-ইনসানের বাদশা হন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিরাজের হিকমত বা রহস্য ইহাই যে আমাদের আকা মওলা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ।

১০। বিশ্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালার হাবিব। হাবিবকে সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তু ও বিষয়াদী সম্পর্কে অবগত করানো দরকার। পার্থিব জগতে যখন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে মহব্বতে নিদৃষ্ট করে তখন সে নিজ ধন সম্পদ ও গুপ্ত বিষয়াদী তাকে জ্ঞাত করান এবং তাকে তাঁর অধিকারও প্রদান করেন। এই রকমই সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পার্থিব জীবনের ধন সম্পদ ও গুপ্ত বিষয়াদী তাকে অবগত করিয়েছেন। ইহার পর তাঁকে উর্দ্ধাকাশে নিয়ে গিয়ে অধ্যাত্বিক জগতের নিদর্শন সমূহ দর্শন করান এবং জান্নাত ও দোযখের চাবি ও তাঁকে অর্পন করেন।

(সংগৃহিত–মায়ারেজুন নবুয়ত)

॥ পরবর্তী আগামী সংখ্যায় ॥

## গজল

### বেরেলীর মাজার

মুফতী জিয়াউল মোস্তফা রেজবী

জিয়ারতে যাবো আমি বেরেলীর মাজার
দিন রাত ঝরিছে যেথায় রহমত খোদার ॥

যারা যায় গো বেরেলী জিয়ারতের তরে
ফায়েজ ও বারকাতে তাদের যায় ঝুলি ভরে
খুশিতে খুলে যায় যত মনেরই দুয়ার ॥ ঐ

বেরেলীতে আছেন শুয়ে সুন্নীদের মাথার তাজ
নায়েবে গাওসে আজাম সায়্যেদি আলা হাজরাত
হে-বেরেলী ধন্য তুমি ইলমের বাহার ॥ ঐ

মনে বড় আশা আছে বেরেলীতে যাবো
চুমে সে নুরানী দুয়ার মনকে আলো করিব
কি জানি জীবনে সুযোগ হবে কি আমার ॥ ঐ

গিয়ে পাক রওজাতে সালাম জানাবো
নিয়ে সেই বেরেলীর মাটি সুর্মা বানাবো
তাতে এ জীবন হবে যে সার্থক আমার ॥ ঐ

দোওয়া করো যেন আমি সেথায় যেতে পারি
বেরেলীর মাটিতে গিয়ে যেন আমি মরি
এ ছাড়া তোমাদের কাছে কিছু নাই চাওয়ার ॥

জিয়াউল তোমার হৃদয় করিতে উজ্বালা
আলা হযরতের নামে গাঁথো তুমি মালা
তবে তো হইবে সার্থক এ জীবন তোমার ॥

জিয়ারতে যাবো আমি বেরেলীর মাজার
দিন রাত ঝরিছে যেথায় রহমত খোদার ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

# মহিলাদের মাজার জিয়ারত সম্পর্কে

# শরীয়তের হুকুম

## মুফতী মহম্মদ ইব্রাহিম সেখ মানজারী

১। মহিলাদের মাজার শরীফ জিয়ারত করা সম্পর্কে আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলায়হির রহমা ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ৪র্থ খন্ড ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন যে সহীহ ইহাই যে মহিলাদের কবরের নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি নাই। মহিলাদের কবর জিয়ারত নিষেধ। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে–"লায়ানাল্লাহু জায়িরাতিল কবুর" অর্থাৎ আল্লাহর লানত ঐ মহিলাদের উপর যারা কবর জিয়ারতে যায়। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা মহিলাদের মাজার জিয়ারত যাওয়া সম্পর্কে একটি সতন্ত্র পুস্তিকা জুমাল নুর ফি নাহিন্নিসা আন জিয়ারাতিল কবুর প্রনয়ন করেন এবং এই পুস্তিকা ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ৪র্থ খন্ড ১৬৬ পৃষ্ঠায় হতে ১৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। ইহার মধ্যে তিনি একাধিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে মহিলাদের মাজারে যাওয়া নিষেধ।

২। সাদরুশ শারীয়াহ হযরত আল্লামা মুফতী মহম্মদ আমজাদ আলী আজমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়ার ১ম খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন–সহীহ নিয়ম ইহাই যে মহিলাদের মাজার জিয়ারত যেতে নিষেধ করো। ঐ পুস্তকের ৩২২ পৃষ্ঠায় বলেছেন–নির্ভরযোগ্য ইহাই যে মহিলারা মাজার জিয়ারতে যেন না যায়।

৩। বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে সহীহ মত ইহাই যে মহিলাদের মাজার জিয়ারতে যেতে নিষেধ করতে হবে।

৪। ফকিহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী রহমাতুল্লাহি–"ফাতাওয়ায়ে ফকিহে মিল্লাত ১ম খণ্ড ২৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন– মহিলাদের মাজারে যাওয়ার অনুমতি একেবারেই নাই। যে কারণে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া নিষেধ অনূরুপ সেই কারণেই মাজারে যাওয়া নিষেধ।

নিঃসন্দেহে মহিলাদের কবরে যাওয়া নিষেধ। আল্লামা মুহাক্কিক ইব্রাহিম হালাবী আলায়হির রহমা বর্ণনা করেন যে ইমাম কাজীকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া জায়েজ না নাজায়েজ ? তিনি বলেন–এ রকম স্থানে যাওয়া জায়েজ না না-জায়েজ জিজ্ঞাসা না করে এ জিজ্ঞাসা করো যে ইহাতে মহিলাদের উপর কত লানত বর্ষিত হয়। যখন নিজ ঘর থেকে কবরের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাদের লানত তাদের উপর বর্ষিত হয়। যখন ঘর থেকে বাইরে বের হয় তখন চতুর্দিক হতে শয়তান তাকে ঘিরে নেয়। যখন কবরের নিকট পৌছায় তখন মাইয়াতের রুহ তার উপর লানত করে। ফিরে আসা পর্যন্ত তার উপর লানত বর্ষিত হতে থাকে। (গুনিয়াতুল মুসতামলী ৫৯৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র রওজা জিয়ারত করা নিষেধ নয়। যখন ইচ্ছা যেতে পারে। নবীপাকের দরবারে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব বরং ওয়াজেবের নিকটবর্তী।

তিনি ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৪৫৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন–মহিলাদের নিজ আত্নীয় স্বজনের কবরের নিকটে যাওয়াও নিষেধ।

৫। ইমামুল ফোকাহ হুজুর মুফতী আযম হিন্দ আল্লামা মহম্মদ মুস্তাফা রাজা খাঁ আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে মুফতীয়ে আযম" ৩য় খন্ড ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে মহিলাদের কবরস্থানে না যাওয়া উচিৎ।

৬। বাহারুল উলুম হযরত আল্লামা মুফতী আব্দুল মান্নান আজমী আলায়হির রহমা "ফাতাওয়ায়ে বাহারুল উলুম" ২য় খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা হতে ১০৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একাধিক দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–কবর জিয়ারতকারী মহিলাদের উপর আল্লাহর লানত। উক্ত হাদীসটি আহমদ, তিরমিজি, ইবনে মাজার উদ্ধৃতি সহকারে সাহেবে মেশকাত মেশকাত শরীফের ১ম খন্ড ১৫৪ পৃষ্ঠায় হাদিসটি সংকলন করেছেন। এই হাদীস শরীফ হতে জানা গেল যে মহিলাদের কবর জিয়ারত করা নিষেধ।

আজকাল যে ফেতনা ফাসাদের সময় ইহা লক্ষ্য করে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই মাসলাকের উপর জোর দিয়ে বলেন–মহিলাদের জন্য রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবর আনওয়ার ব্যাতিত সমস্ত কবর জিয়ারত করা নিষেধ।

উল্লেখিত ফাতাওয়া হতে পরিস্কার রূপে জানা যায় যে মহিলাদের মাজারে যাওয়া নিষেধ। সুতরাং প্রত্যেক মা বোনেদের উচিৎ কোন মাজারে বা আত্নীয় স্বজনের কোন কবরের নিকট না যাওয়া। বাড়িতে বসে আত্নীয় স্বজনের জন্য দোয়া করবে এবং পীর ওলি আওলিয়ার সঙ্গে মহব্বত রাখবে এবং তাদের ওসিলা নিয়ে আল্লাপাকের দরবারে দোয়া করবে। সমস্ত সুন্নী উলামাদের উচিৎ এই বিষয় নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি না করে সার্বিক ভাবে মাসলাককে মান্য করা।


অবশ্যই পড়ুন মুফতী জোবায়ের হোসাইন সংকলিত
মিলাদ ও ক্বিয়ামের সপক্ষে তথ্য সম্বলীত বই ঃ—
শরীয়তের আলোকে
জাশনে ঈদে মিলাদুন্নাবী ও ক্বিয়াম
প্রকাশিত হয়েছে
প্রকাশক-মাওলানা মোঃ নিজামুদ্দিন রেজবী
ফোন নং-৯৭৩২০৭৩২৮২

pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬/৯২

# ভি,ডি,ও,ক্যাসেট করা এবং টিভি চ্যানেলে ধর্মীয় প্রোগ্রাম করাও দেখা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম।

মুফতী মহঃ নঈমুদ্দিন রেজবী

বর্তমান সময়ে অনেক ধর্মীয় জালসায় ভি,ডি,ও,ক্যাসেট করে টি,ভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে এবং বিনা প্রয়োজনে ছবিও তোলা হচ্ছে এ জন্য সুন্নী জনগন ও আলেম উলামাদের অবগতির এবং গোনাহ হতে বাঁচার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে বিজ্ঞ মুফতীগনের মতামত প্রকাশ করা হল।

ফকিহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী রহমাতুল্লহি আলায়হি ফাতাওয়ায়ে ফকিহে মিল্লাত ২য় খন্ড ২৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন আলা হযরত পেশওয়ায়ে আহ্লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা ফাজেলে বেরলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফাতাওয়ায়ে রাজাবীয়ার নবম খন্ড ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ননা করেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবের ফটো বা ছবি তোলা বা তোলান এবং সম্মানের সঙ্গে নিজের নিকট রাখা সমস্ত হারাম বলেছেন এবং ইহার উপর কঠিন হতে কঠিনতর শাস্তির কথা বলেছেন। ইহা দূর করতে এবং মিটাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাদীস সমূহ তাওয়াতুর পর্যন্ত পৌছেছে। ইহার কয়েক লাইন পর তিনি বলেন হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা বলেন যে ইহা অপেক্ষা বড় জালেম কে যে আমার তৈরী করার মত তৈরী করে। তিনি আরও বলেছেন যে পবিত্র শরিয়তে কঠিন আযাব যে ফটো বা ছবির সম্মান করা। ১৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে জীবের ফটো বা ছবি করা হারাম। সহীহ হাদিসে বর্নিত হয়েছে যে কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা কঠিন আযাব ঐ ব্যক্তির হবে যে কোন নবীকে শহীদ করেছে বা কোন নবী কাউকে হত্যা করেছেন এবং জীবের চিত্র শিল্পী (ফটো তৈরী কারক)। ইহা ছাড়াও ১৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে মুসলীম শরীফ ২০২ পৃষ্ঠায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে–নিশ্চয় কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব ছবি বা ফটো কারক ব্যক্তিদের হবে যারা খোদার তৈরীকৃত অবিকল নকল করে। সুতরাং ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করা বা করোনো এবং তা দেখা ও দেখানো কঠিন না জায়েজ ও হারাম।

ফকিহে মিল্লাতের ২৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে –যে সভাতে বক্তৃতার সময় ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করা হয় সেই সভাতে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার নবম খন্ড ১২৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে সভাতে শরীয়ত বিরোধী কর্ম হয় তাতে অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়ার ৪র্থ খন্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে- যেখানে শরীয়ত বিরোধী কর্ম হয় তাতে যাওয়াই উচিৎ নয়। বাড়িতে টিভি রাখা এবং দেখা ও দেখানো কঠিন না জায়েজ ও হারাম।

ফকিহে আযমে হিন্দ মুফতী মহম্মদ শরিফুল হক আমজাদী কুদ্দেসা সিরহুল আযিয লিখেছেন-ঘরে টিভি রাখা এবং ইহা দেখা ও দেখানো সমস্ত হারাম। টিভির পর্দাতে যে ফটো দেখা যায় তা ফটো। আর ইচ্ছাকৃত ফটো বা তসবীর দেখা হারাম। যদি তা কোন আল্লাহর ওলিরও হয়।

ফকিহে মিল্লাতের ২৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-মেশকাত শরীফ ৩৮৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস শরীফ-যে ঘরে কুকুর অথবা কোন প্রাণীর ছবি বা ফটো থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। হুজুর সাদরুশ শরয়িাহ ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়ার ৪র্থ খন্ড ১৭৪ পৃষ্ঠায় বলেন-ফটো তোলা বা তোলান এবং সম্মানের সঙ্গে রাখা নাজায়েজ ও হারাম।
সুতরাং যদি কোন মুফতী মৌলবী বা পীর সাহেব ফটো বা ছবি তোলে বা তোলায় তবে ইহার কারণে সে কঠিন গোনাহগার এবং জাহান্নামের শাস্তির উপযুক্ত। সে ফাসেক ও ফাজের। যতক্ষণ পর্যন্ত সে তৌবা না করবে তাকে ইমাম করা ও তার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। তৌবার পূর্বে তার পিছনে যদি নামাজ পড়ে থাকে তবে সেই নামাজ পুনরায় পড়া ওয়াজেব।
২। ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৫৫২ পৃষ্ঠা এবং ৫৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-মানুষের ফটো তোলা বা তোলানো উভয়ই হারাম ও নাজায়েজ। রাসুলে খোদা কখনই এ বিষয়ের অনুমতি দেন নাই। এ রকম ফটো তোলা বা তোলানো উভয়ই কঠিন গোনাহগার এবং আযাবের উপযুক্ত। তবে শরয়ী প্রয়োজন মোতাবেক ছবি তোলা জায়েজ।

৬৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে-টেলিভিশন একপ্রকার মিথ্যা সিনেমা। ইহা ক্রয় করা বা ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

৩। মুফতী মহম্মদ কাউসার আলী রেজবী টিভি চ্যানেলে ধর্মীয় প্রোগ্রাম দেখা সম্পর্কে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হল-

টিভি চ্যানেলে ইসলামী প্রোগ্রাম হউক অথবা গায়ের ইসলামী প্রোগ্রাম হউক তা দেখা বা দেখানো না জায়েজ ও গোনাহের কর্ম। ইহাতে প্রাণীর ছবি দেখানো হয়। আর প্রাণীর ছবি সম্পর্কে হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন জীবের ফটো তৈরী করা বা করোনো এবং তা নিজের নিকটে রাখা সমস্তই হারাম। ইহার উপর কঠিন হতে কঠিনতর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। তার উক্ত বিস্তারিত ফাতাওয়া মুসাদ্দাকাতে তাজুশ শারীয়াহ পুস্তিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। আর উক্ত ফাতাওয়া সহীহ বলে কাজীউল কোজা ফিল হিন্দ তাজুশ শারীয়াহ পীরে তরিকত মুরশিদে বায়হাক হুজুর মুফতী মহম্মদ আখতার রেজা খাঁ আযহারী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী স্বাক্ষর করে বলেন যে টিভিতে প্রাণীর ছবি ছাপা অবশ্যই হারাম। এই ছবি দেখা খারাপ কর্ম এবং পরিণতিও খারাপ। ইহা দর্শনকারী অবশ্যই হাদীসের আলোকে শাস্তির উপযুক্ত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪। মারকাজে দারুল ইফতার মুফতী মহম্মদ মান্নাফ রেজবী টিভি, ভিডিও সম্পর্কে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন যে টিভি, ভিডিওকে জায়েজ মনে করা প্রকাশ্য গোমরাহী এবং শয়তানের সাহায্যকারী।

ইহা দেখা দেখানো তৈরী করা করানো শরয়ী দলিল হতে একেবারেই হারাম। খারাপ কর্ম এবং ইহার পরিণতি ও খারাপ। ইহাতে মাজহাবী প্রোগ্রাম হউক অথবা গায়ের মাজহাবী প্রোগ্রাম হউক তা হারাম হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। শয়তানের সর্বপেক্ষা বড় ধোঁকা হল এই যে কোন নাজায়েজ কর্মকে নেকীর কর্ম মনে করা। ভিডিও এর সঙ্গে টিভিতে দ্বীনের প্রচার করা প্রকৃত দ্বীনের প্রচার নয় বরং দ্বীনকে তামাশা বানানো। কেননা প্রকৃত দ্বীনের প্রচার হচ্ছে শরীয়তের নিয়মাবলী (আহকাম) প্রচার করা।

উক্ত ফাতাওয়াকে মারকাজে দারুল ইফতার মুফতীগণ সহীহ বলে স্বাক্ষর করেছেন। যা মুসাদ্দাকাতে তাজুশ শারীয়াহ পুস্তিকাতে বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখিত ফাতাওয়া হতে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত যে টিভি, ভিডিও দেখা, টেলিকাষ্ট করা একেবারেই নাজায়েজ ও হারাম। যে ব্যক্তি ভিডিও ক্যাসেট করে চ্যানেলে বক্তব্য রাখে বা সুন্নী জনগণকে টিভি দেখার জন্য উৎসাহিত করে, সমর্থন করে সেই ব্যক্তিকে ইমাম করা তার পিছনে নামাজ পড়া তার নিকট মুরিদ হওয়া, তাকে সুন্নী জালসায় বক্তা হিসাবে দাওয়াৎ করা সমস্তই নাজায়েজ ও নিষেধ। তবে যদি সে প্রকাশ্য ভাবে তৌবা করে তাহলে জায়েজ।

প্রিয় সুন্নী মাসলাকে আলা হযরতের মান্যকারী জনগণের নিকট আমাদের আবেদন যে টিভি, ভিডিও ফেতনা হচ্ছে বর্তমান সময়ের বড় ফেতনা। ইহা হতে নিজে নিজের পরিবারবর্গকে, আত্মীয় স্বজনকে বাঁচিয়ে রাখা না হলে দ্বীন ও মাজহাব তামাশাতে পরিণত হবে। যে সমস্ত ব্যক্তি দ্বীন ও মাজহাব সমূহের বেহুরমতি করে তাদের কিয়ামতের ময়দানে অপরাধীদের লাইনে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মুসলমানদেরকে এই বিরাট ফেতনা হতে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন।

বেজাহি সাইয়েদিল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম।


খলিফায়ে তাওসীফে মিল্লাত

মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী অনুবাদিত

মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলায়হির রহমার জীবনী

তাজাল্লিয়াতে মুজাদ্দিদে আলফে সানী

আজই আপনার নিকটস্থ বই এর দোকানে খোজ করুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# ফাতাওয়া বিভাগ

## মুফতী মহম্মদ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

শ্রোদ্ধেও মুফতী সাহেব, সালাম নিবেন। দয়া করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব সুন্নী জগৎ পত্রিকায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ইতি –

মাওলানা ক্বারী মহম্মদ আনসারুল হক রেজবী,
রাজাপুর, মালদহ

প্রশ্ন ঃ— ১। একটি গরুর মধ্যে খাওয়ার নিষিদ্ধ জিনিস কি কি ?

২। গরু, ছাগল ও মোরগের মাথার ঘিলু বা মগজ খাওয়া যাবে কি না ?

৩। গরুর পায়ের খুরের খোলস ছাড়িয়ে ভিতরের অংশটা খাওয়া যাবে কি না ?

৪। হাড় চিবানো যায় কি না ?

৫। মুরগীর লোম উঠানোর পর ছোট লোম আগুনে ঝলসানো হয় সেটা ঠিক না ঠিক নয় ?

৬। মাছের ভুড়ি খাওয়া যাবে কি না ?

৭। গরু ছাগল জবেহ করার সময় হলকুমে ছুরির নখ লাগানো যায় কি না ?

৮। গরু মহিষ জবেহ করার সময় শরীরে রক্ত লাগার ভয়ে গলায় দড়ি দিয়ে দুদিক থেকে টানা হয় তা ঠিক না বেঠিক ?

৯। জবেহ করা পশুর আত্মা তাড়াতাড়ী বের করার জন্য পায়ের রগ কাটা হয় ইহা কতখানি ঠিক ?

১০। কাজা নামাজের ওয়াক্ত নির্দ্ধারিত আছে কি না ?

১১। জোহরের কাজা আসরের নামাজের পর পড়া যায় কি না ?

১২। পাঁচ নামাজের কাজা হলে কি ভাবে আদায় করবে ?

১৩। ফজরের ফরজ নামাজের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামাজ পড়া যাবে কি না ?

১৪। বেতরের কাজা নামাজ আদায় করার সময় তৃতীয় রাকায়াতে তকবীর বলে দোয়া কুনুত পড়ার জন্য কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে কি না ?

১৫। দিন রাত্রে কোন সময় নামাজ পড়া নিষেধ ?

১৬। রাত্রি ১২টার পর ইবাদত করা চলবে কি না ?

১৭। বছরে কত দিন এবং কোন কোন দিন রোজা রাখা হারাম ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৮। ঈদুল আযহার দিন সোয়া পহর (দিনের এক চতুর্থাংশ সময়) রোজা রাখা কি শরীয়ত সম্মত ?

১৯। সংখ্যায় ৭৮৬/৯২ লেখা হয় সেটা কি শরীয়ত সম্মত ? হরেকৃষ্ণ কথাটার সংখ্যামান কি ৭৮৬ ?

বে আওনিল মালিকিল আযিযিল হাকিম।

উত্তর ১ ঃ- একটি গরুর মধ্যে ২২টি জিনিষ খাওয়া নাজায়েজ। ১) অন্ডকোষ ২) স্ত্রী জননাঙ্গ ৩) পুরুষ জননেন্দ্রীয় ৪) পায়খানার দ্বার ৫) রগের বা শিরার রক্ত ৬) মাংসের রক্ত যা জবেহ করার পর মাংস হতে বের হয় ৭) হৃৎপিন্ডের রক্ত ৮) কলিজার রক্ত ৯) পিল্হার রক্ত ১০) পিত্ত ১১) পিত্তের রস ১২) মুত্রথলী ১৩) মাংসগ্রন্থি ১৪) হারাম মগজ ১৫) ঘাড়ের দুই রগ যা কাঁধ পর্যন্ত থাকে ১৬) নাড়ীভুঁড়ি ১৭) উধড়ী বা সিকমা ১৮) নাকের তরল পানি ১৯) বীর্য ২০) ঐ রক্ত যা গর্ভাশয়ে বীর্য হতে তৈরী হয় ২১) ঐ মাংসের টুকরো যা গর্ভাশয়ে বীর্য হতে তৈরী হয় তাহতে অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ তৈরী হউক বা না হউক। ২২) বাচ্চা যা সন্তানথলিতে পূর্ণ পশু তৈরী হয়েছে তা হতে মৃত বের হয়েছে অথবা বিনা জবেহ করাতে মারা গিয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৪৩৪ পৃষ্ঠা, ফাতাওয়ায়ে বাহারুল উলুম ৫ম খন্ড ৪০৬ পৃষ্ঠা)

উত্তর ২ ঃ-গরু বা ছাগলের হারাম মগজ বাদ দিয়ে খাওয়া জায়েজ।

উত্তর ৩ ঃ- গরুর পায়ের খুরের উপর অংশ বাদ দিয়ে খাওয়া জায়েজ।

উত্তর ৪ ঃ-হাড় চিবানো জায়েজ।

উত্তর ৫ ঃ- মুরগীর নাড়ি ভুড়ি কেটে বের করে ঝলসানো বা পুড়ানো জায়েজ।

উত্তর ৬ ঃ- মাছের ভুড়ি খাওয়া নাজায়েজ।

উত্তর ৭ ঃ-গরু ছাগল জবেহ করার সময় তার গলার চারটি রগ কাটা জরুরী ছুরির নখ লাগানো কথা শরীয়তে নাই।

উত্তর ৮ ঃ-গরু মহিষ বা ছাগল জবেহ করার সময় দড়ি দিয়ে টান দেওয়া জায়েজ তবে জবেহ করার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিতে হবে যাতে প্রবাহিত রক্ত সম্পুর্ণ ভাবে বের হয়ে যায় কেননা প্রবাহিত রক্ত খাওয়া হারাম।

উত্তর ৯ ঃ-জবেহ করার পর তার আত্মা বা জীবন বের হয়ে যাওয়ার পর তার পায়ের রগ বা শিরা কাটবে, আগে নয়।

উত্তর ১০ ঃ-কাজা নামাজ আদায়ের জন্য কোন নির্দ্ধারিত ওয়াক্ত নাই। যত তাড়াতাড়ী সম্ভব জীবনের কাজা নামাজ আদায় করবে। তবে তিন ওয়াক্ত বা সময় কোন নামাজ পড়া যাবে না। সূর্য উঠার সময়, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এবং জাওয়াল এর সময় বা ঠিক দুপুরের সময়। (বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড ৪৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ১১ ঃ জোহরের কাজা নামাজ আসরের পূর্বেই পড়বে যদি সাহেবে তরতীব হয় অর্থাৎ যার জীবনে পাঁচ ওয়াক্তের বেশী নামাজ কাজা নাই। আর যদি সাহেবে তরতীব না হয় তবে আগেও পড়তে পারে পরেও পড়তে পারে। সূর্য অস্ত যাওয়ার ২০ মিনিট পূর্ব পর্যন্ত। (ফাতাওয়ায়ে বরকাতীয়া ২২৯ পৃষ্ঠা)

উত্তর ১২ ঃ–পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ যদি কাজা হয়ে যায় তবে যত তাড়াতাড়ী সম্ভব কাজা আদায় করে নিবে তারপর আদা নামাজ আদায় কররে।

উত্তর ১৩ ঃ– ফজরের ফরজ নামাজের পর কোন সুন্নাত বা নফল নামাজ পড়া জায়েজ নয়। নামাজ পড়তে হলে সূর্য উদিত হওয়ার ২০ মিনিট পরে পড়বে।

উত্তর ১৪ ঃ–বেতরের কাজা নামাজ আদায় করার সময় যদি মানুষের সম্মুখে পড়ে তবে হাত উঠাবে না একাকী পড়লে হাত উঠাবে কিন্তু ঐ অবস্থাতেই তকবীর বলতে হবে।

উত্তর ১৫ ঃ–দিন ও রাত্রির ২৪ ঘন্টাই ইবাদত করা জায়েজ তবে তিন মাকরুহ ওয়াক্তে কোন নামাজ পড়া জায়েজ নয়। সূর্য উঠার সময়, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এবং জাওয়াল এর সময় বা ঠিক দুপুরের সময়।

উত্তর ১৬ ঃ–রাত্রি ১২টার সময় বা রাত্রি ১২টার পর ইবাদত করা জায়েজ।

উত্তর ১৭ ঃ– বৎসরের পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম। ঈদের একদিন, বকরাঈদের ৪ দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১০-১১-১২-১৩ তারিখ।

উত্তর ১৮ ঃ–ঈদুল আযহার দিন নামাজের পূর্বে না খাওয়া মুস্তাহাব যদিও কোরবানী না করে। যদি খেয়ে নেয় তবে মাকরুহ হবে না।

উত্তর ১৯ ঃ– সংখ্যায় যে ৭৮৬/৯২ লেখা হয় ইহা লেখা জায়েজ। ৭৮৬ "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম" এর সংখ্যা মান এবং ৯২ হচ্ছে নবীর পবিত্র নাম "মহম্মদ" সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম) এর সংখ্যা মান। এটা হরে কৃষ্ণের সংখ্যা মান নয় কেননা এটা আরবী শব্দ নয়। পৃথিবীতে কেবলমাত্র আরবী অক্ষরের মান বের করা হয়। ইহা হরেকৃষ্ণ মান্যকারীগণ বের করে নাই। ইহা দেওবন্দী ওহাবী মারদুদ খবীসদের তৈরী করা ধোঁকাবাজী ফেতনা। ওয়াল্লাহু তায়ালা আ'লামু।

আসসালামু আলায়কুম মুফতী সাহেব। আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

ইতি মহঃ মহাসীন কাদেরী, হাড়াইপুর, সিউড়ী, বীরভুম।

প্রশ্ন ঃ— ১। গাঁজা বা মদ খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি ?

২। মদখোর গাঁজাখোর, জেনাকারীদের সঙ্গে যারা উঠাবসা করে তার উপর শরীয়তের হুকুম কি ?

৩। লটারীর টিকিট কেনাবেচা করা জায়েজ কি না ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ১ ঃ–ওয়া আলায়কুমুস সালাম। মদ পান করা হারাম যা অকাট্য দলিল হতে প্রমাণিত। গাঁজা খাওয়াও হারাম। ইসলামী আইন যদি হত তবে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। (ফাতাওয়ায়ে বাহারুল উলুম ৩য় খন্ড ১২ পৃষ্ঠা)

উত্তর ২ ঃ–মদখোর গাঁজাখোর জেনাকারীদের সঙ্গে উঠাবসা করা খাওয়াদাওয়া করা নিষেধ। কেননা উক্ত বিষয়গুলি হচ্ছে হারাম। এই কর্মগুলি যারা করে তারা ফাসিক, ফাজির, মরদুদ জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত। যদি এই গোনাহগার ব্যক্তিগণ প্রকাশ্য ভাবে তৌবা না করে তবে সমাজ ইহাদের বয়কট করবে। (ফাতাওয়ায়ে ফাকিহে মিল্লাত ২য় খন্ড৩১২ পৃষ্ঠা)

উত্তর ৩ ঃ–লটারী একপ্রকার জুয়া। ইহার টিকিট কেনাবেচা করা নাজায়েজ ও গোনাহের কর্ম। যারা লটারীর টিকিট কেনাবেচা করে তাদের তৌবা ইসতেগফার করা জরুরী।

(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

ওয়াল্লাহু তায়ালা আ'লামু।

আসসালামু আলায়কুম মুফতী সাহেব। আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর সুন্নী জগৎ পত্রিকায় দিবেন। ইতি মাওলানা ক্বারী রফিজুদ্দিন রেজবী, রাজাপুর, মালদহ।

প্রশ্ন ঃ— ১। মসজিদের ব্যবহৃত জিনিস যেমন দরজা, জানালা প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি না?

২। কবরের বৃক্ষাদি জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায় কি না?

৩। কবরস্থানে কোন গাছ লাগানো যাবে কি না ?

উত্তর ১ ঃ–আল্লাহুম্মা হিদায়াতাল হাক্কে ওয়াস সওয়াব মাসজিদের ব্যবহৃত পুরাতন জিনিসপত্র মাসজিদে ব্যবহারের উপযুক্ত যদি না হয় বা খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাব তা কোন মুসলমানের হাতে বিক্রয় করা জায়েজ। বিক্রয়ের সময় তাকে বলে দিতে হবে যে যেন নাপাক স্থানে সেটা ব্যবহার করা না হয়। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ২য় খন্ড ৩৯৪ পৃষ্ঠা)

২। কবরের বৃক্ষাদি জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা জায়েজ।

৩। কবরের উপর গাছ লাগানো নিষেধ। তবে কবর স্থানে যদি খালি জায়গা থাকে তবে কবরস্থানের উন্নতির জন্য গাছ লাগানো জায়েজ। ওয়াল্লাহু তায়ালা আ'লামু।

জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন এবং আমার এই প্রশ্নের উত্তর সুন্নী জগৎ পত্রিকায় প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

ইতি মহঃ মাষ্টার লুৎফার রহমান, বসন্তপুর, বর্ধমান।

প্রশ্ন ঃ— ১। মাসজিদে নামাজ পড়ার সময় ইমাম কোন স্থানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াবে এবং খোৎবা কোন স্থানে দাঁড়িয়ে পড়বে ?

২। ইমাম হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি, কোন কোন ব্যক্তি ইমাম হতে পারে ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ১ ঃ–মাসজিদে ইমাম যখননামাজ পড়াবে তখন মাসজিদের মধ্যস্থলে যে মেহেরাব থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াবে। ইমাম বিনা প্রয়োজনে যদি মেহেরাবের মধ্যে দাঁড়ায় তবে নামাজ মাকরুহ হবে। তবে পা যদি মাসজিদে অর্থাৎ মেহেরাবের বাইরে থাকে এবং সাজদা মেহেরাবের মধ্যে হয় তবে কোন ক্ষতি নাই মেহেরাব মাসজিদের বাইরের হুকুমে। খোৎবা মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে পড়বে। মিম্বর কাঠের হতে পারে অথবা পাকা বরং কাঠের মিম্বরই সুন্নত। বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাঠের মিম্বর তৈরী করিয়েছিলেন তার উপর দাঁড়িয়ে খোৎবা দিতেন। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৪০৭ পৃষ্ঠা

২। ইমাম হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জরুরী। (ক) মুসলমান হওয়া (ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী, জামায়াতী, লা-মাজহাবী, কাদিয়ানী, রাফেজী, শিয়া যেন না হয়) (খ) সাবালগ হওয়া (গ) জ্ঞানী হওয়া (ঘ) পুরুষ হওয়া ( মহিলা ইমাম হতে পারে না) (ঙ) ক্বেরাত সুদ্ধ হওয়া (চ) ম'জুর না হওয়া অর্থাৎ ওজর ওয়ালা ব্যক্তি না হওয়া। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৩৩৬ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়ত ৩য় খন্ড ১০৯ পৃষ্ঠা)

জনাব মুফতী সাহেব সালাম নিবেন দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর সুন্নীজগৎ পত্রিকায় প্রদান করবেন। ইতি মহঃ মিজানুল হক, নশীপুর, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্ন ঃ— ১। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পিতার জীবিত অবস্থায় পুত্রের মৃত্যু হলে পুত্র সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে এই ক্ষেত্রে যদি পুত্রের পুত্র অর্থাৎ পৌত্র বা পোতা জীবিত থাকে তবে সেও দাদুর সম্পত্তির অংশ পাবে না। আমার প্রশ্ন এই এয়াতিমের ভবিষ্যত জীবনের জন্য ইসলামী শরীয়ত মোতাবিক কি ব্যবস্থা আছে ?

২। ইমাম নামাজ পড়ানোর সময় লাউডস্পিকার ব্যবহার করা জায়েজ না নাজায়েজ ? ঈদ, বকরাঈদ অথবা জুময়ার নামাজ জামাত সহকারে অনুষ্ঠিতি হওয়ার সময় লাউডস্পিকার ব্যবহার করলে মুক্তাদির নামাজ হবে না হবে না ?

৩। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে ছবি তোলা যাবে না যাবে না ?

৪। ধর্মীয় জেহাদের নামে জঙ্গি হামলা ও নিরিহ মানুষের হত্যা কি ইসলাম সমর্থন করে ?

৫। বাদ্যযন্ত্র সহকারে কাওয়ালী শোনা ও দেখা কি জায়েজ ?

৬। কোন ওলি আওলিয়ার মাজার যার তত্তাবধানে আছে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মান্যকারীগণ ও মাওলানাবৃন্দ অথচ সেখানে মাজার সিজদার মত জঘণ্য শিরক সহ অন্যান্য শরীয়ত বহির্ভুত কর্ম হয় মাওলানাদের সম্মুখে এক্ষেত্রে সেই মাওলানাবৃন্দ ও মাজার কমিটি কি এর জন্য দায়ী হবে ?

৭। পীরের মাজারে মানত মানা জায়েজ না না-জায়েজ ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ১ ঃ–ইসলামী শরীয়তে এতিমদের প্রতি এহেসান বা সৎব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। কোরআন ও হাদীসের একাধিকস্থানে ইয়াতীমদের প্রতি সৎব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। ৪র্থ পারা সূরা নেসা আয়াত ৮ বলা হয়েছে–অতঃপর বণ্টনকালে যদি নিকট আত্মীয় এতিম মিসকিন এসে উপস্থিত হয় তবে তাকেও তা হতে কিছু দাও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসিরে নুরুল ইরফানে বর্ণিত হয়েছে এই থেকে বুঝা গেল যতি চাচার কারণে দাদার মিরাশ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তখন দাদার উচিৎ হচ্ছে তাকে ওসিয়ত করে সম্পত্তির উপযোগি করে যাওয়া। আর যদি দাদা এমন না করে যায় তবে ওয়ারিশদের উচিৎ যে নিজেদের অংশগুলি থেকে তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে অনেক মুসলমান অত্যান্ত উদাসিনতা প্রদর্শন করে। কিন্তু মুসলমানদের উচিৎ এতিমদের প্রতি সৎব্যবহার করা। সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার দেখাশোনা করা, ভরণপোষন দেওয়া, শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার মালের হেফাজত করা।

২। নামাজ পড়ানোর সময় লাউডস্পিকার ব্যবহার করা জায়েজ নয় তা ঈদ, বকরাঈদ, জুময়া বা পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ হউক। এই মসলার ব্যপারে উলামাদের মতবিরোধ আছে তবে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মারকাজ রেরেলী শরীফের ফাতাওয়া ইহাই যে কোন নামাজ লাউডস্পিকারে পড়ানো জায়েজ নয়। নামাজে মুকাব্বির তৈরী করা সুন্নত সুতরাং প্রত্যেক ইমামের উচিৎ মুকাব্বির তৈরী করে নামাজ আদায় করা। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল ১ম খন্ড ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৯ পৃষ্ঠা)

৩। রাষ্ট্রীয় বিশেষ প্রয়োজনে ছবি তোলা জায়েজ। সামাজিক কারণে ছবি তোলা জায়েজ নয়।

৪। ধর্মীয় জেহাদের নামে জঙ্গী হামলা বা নিরিহ মানুষকে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না এবং ইহা মুসলমানদের কর্ম নয়। যে সকল জঙ্গী বা সন্ত্রাসী বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরিহ মানুষকে হত্যা করে তারা কেউ মুসলনাম নয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম শন্তির শিক্ষা দেয়।

৫। বাদ্যযন্ত্র সহকারে কাওয়ালী গাওয়া, শোনা বা দেখা নাজায়েজ ও হারাম। ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ৯ম খন্ড ১৯৯ পৃষ্ঠা)

৬। যদি কোন ওলির দরবারে শরীয়ত বহির্ভুত কর্ম হয় তবে মাজার কমিটি এবং আলোম উলামাদের উচিৎ এই শরীয়ত বিরোধী কর্মের বিরোধিতা করা নিষেধ করা এবং তা বন্ধ করা। যদি মাজার কমিটি বা আলেম উলামা ইহার সমর্থন করে তবে গোনাহগার হবে এবং দায়ী থাকবে। আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কাউকে বা মাজারের সম্মানার্থে সেজদা করা কোরআন ও হাদীস হতে হারাম। তবে ইহা শিরক নয়। তবে আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কাউকে ইবাদতের নিয়তে সাজদা করা কুফর। যদি কোন ব্যক্তি করে তবে সে কাফের হবে

৭। পীরের মাজারে জায়েজ নিয়ত পুরনের জন্য মানত মানা জায়েজ।

(ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল)

pdf By Syed Mostafa Sakib

# চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

(ইমাম আহম্মদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালাআনহু)

মুফতী মহঃ নঈমুদ্দিন রেজবী

(খলিফায়ে রায়হানে মিল্লাত)

## পূর্ব প্রকাশিতের পর ঃ—

বিশেষ সময়ের বিশেষ মুজাদ্দিদ ঃ-যখন সারা ভারতবর্ষে নাচরিয়াত, দাহরিয়াত, ওহাবিয়াত দেওবন্দীয়াত এর জোর বাতাসে পরিবেশকে কলুষিত করতেছিল, নাস্তিকতা ও বে-দ্বীনদের ভ্রান্তমত যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, বদ মাজহাব ও বদ আকিদা যখন ঈমান ও হেদায়েতের আলোকে অন্ধকারে ঢেকে নিয়ে ছিল, নামধারী ইসলামিক চিন্তাবিদগণ বিভিন্ন রকম ভুল ব্যখ্যাও ও বিশ্লেষন করে প্রকৃত ইসলাম ও শরীয়তের বিধানাবলী ও মাসায়েল এর প্রকৃত বিষয়কে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। নামধারী কিছু মৌলবী ও মুহাদ্দিসবলে পরিচিত ব্যক্তিরা আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তার উপর মিথ্যার আরোপ করতেছিল, কিছু নামধারী মোলবী মুফতী হুজুরে আকরাম নুরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হিস সাল্লামের পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপর বেয়াদবী ও গোস্তাখীর কাদা ছুড়তেছিল, দ্বীনের চোর ও ডাকাতদল মুসলমানদের অমূল্য সম্পদ ঈমানকে লুট করতেছিল, ধর্মদ্রোহীগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হিস সাল্লামের সোজা সরল উম্মাতের উপর ধারাবাহিক ভাবে আক্রমণ করতেছিল এই অবস্থায় ইসলামের মধ্যে এমন একজন মহান মুজাদ্দিদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

যিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হিস সাল্লামের প্রকৃত উত্তারাধিকারী হয়ে নিজ জ্যোতির দ্বারা বদ মাজহাবের অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে দূরীভূত করবেন। যিনি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র সত্তার উপর মিথ্যা আরোপকারীদের ধুলিস্যাত করে দিবেন। যিনি আহমদে মুখতার মাদানী তাজদার আকা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হিস সাল্লামের পবিত্র সান সম্পর্কে বেয়াদবী ও গোস্তাখী কারীদেরকাহারে ইলাহীর বিদ্যুত নিক্ষেপ করবেন যিনি হযরত ইমামে আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফিকহী মাকামের প্রতিচ্ছবি হয়ে ইসলামী মাসায়েল ও শারীহ বিধি বিধানের উপর থেকে ভ্রান্ত মতবাদ থেকে পরিস্কার করে প্রকৃত বিষয়কে সম্মুখে আনবেন। যিনি হুজুর শাহেনশাহে বাগদাদ গাওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রকাশমান হয়ে নাস্তিকতা অন্ধকারাচ্ছনতাকে দূরিভুত করবেন। যিনি নিজ সময়ে ইমাম মাতুরিদী এবং ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী হয়ে ডারউইন ও নিউটনের দর্শনের আয়নাকে চুরমার করে দিবেন এবং নাজরিয়াতের খাল খালিয়ে নিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যিনি হিদায়াতের পথপ্রদর্শক হয়ে দেওবন্দী ওহাবীদের প্রচারিত বদমাজহাবীদের সক্রীয় ভাবে মোকাবিলা করবেন, যিনি দ্বীনের প্রতিনিধি হয়ে ঈমান লুণ্ঠনকারীদের ধ্বংশ করে দিবেন। যিনি ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করে নামধারী ধর্মীয় ভেড়াদের নিপাত করে দিবেন। যিনি নিজ মুজাদ্দেদী কর্ম দ্বারা এই উম্মাতের দ্বীন ঈমানকে জীবিত করেবেন এবং নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মিটে যাওয়া সুন্নাতকে পুনরজীবিত করেবেন।

ইহারই জন্য দ্বীন ইসলামের প্রকৃত হিফাজত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই রকম একজন বান্দাকে হিন্দুস্থানের সরজমিনে প্রেরণ করেন। যিনি এ সমস্ত গুনাবলীতে পরিপূর্ণ ছিলেন। পৃথিবী তাঁকে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী আলায়হির রহমা নামে স্মরণ করে।

## মুজাদ্দিদ কাকে বলে এবং তার দায়িত্ব কি ?

আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ২৪১ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দির শেষে এই উম্মতের জন্য একজন মুজাদ্দিদকে অবশ্যই প্রেরণ করবেন যিনি এই উম্মতের জন্য তাঁর দ্বীনের সংস্কার করবেন। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে পুনঃ জীবিত করবেন।

এই পবিত্র হাদীসের আলোকে হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম থেকে আজ পর্যন্ত যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে প্রত্যেক শতাব্দির শেষে এই রকম ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হবে যাঁরা দ্বীনের ডুবন্ত তরীকে সাহায্য করে কিনারায় লাগিয়েছেন। এই রকমই চতুর্দশ শতাব্দিতে যদি দেখা যায় তবে এই রকম একজন দৃষ্টিগোচর হবে যার মুজাদ্দিয়াত এবং শান পূর্ণিমা চন্দ্রের ন্যায় রৌশনী দৃষ্টি গোচর হবে। আল্লাহ তায়ালা এই মুজাদ্দিদকে এমন জ্ঞানের পরিপূর্ণতা দান করেছেলিন যে তাঁর নিকটে আরব আযমের বড় বড় আলেমউলামা ও সোলাহা মস্তক নীচু করে দিয়েছিলেন। তাঁর পান্ডিত্বের ঔশ্বয্যে এশিয়ার দার্শনিকগণ কাঁপতে ছিল। এই মুজাদ্দিদের পবিত্র নাম ইমাম আহমদ রেজা খাঁ। ইসলামিক জগৎ যাঁকে আলা হযরত নামে আখ্যায়িত করেছেন।

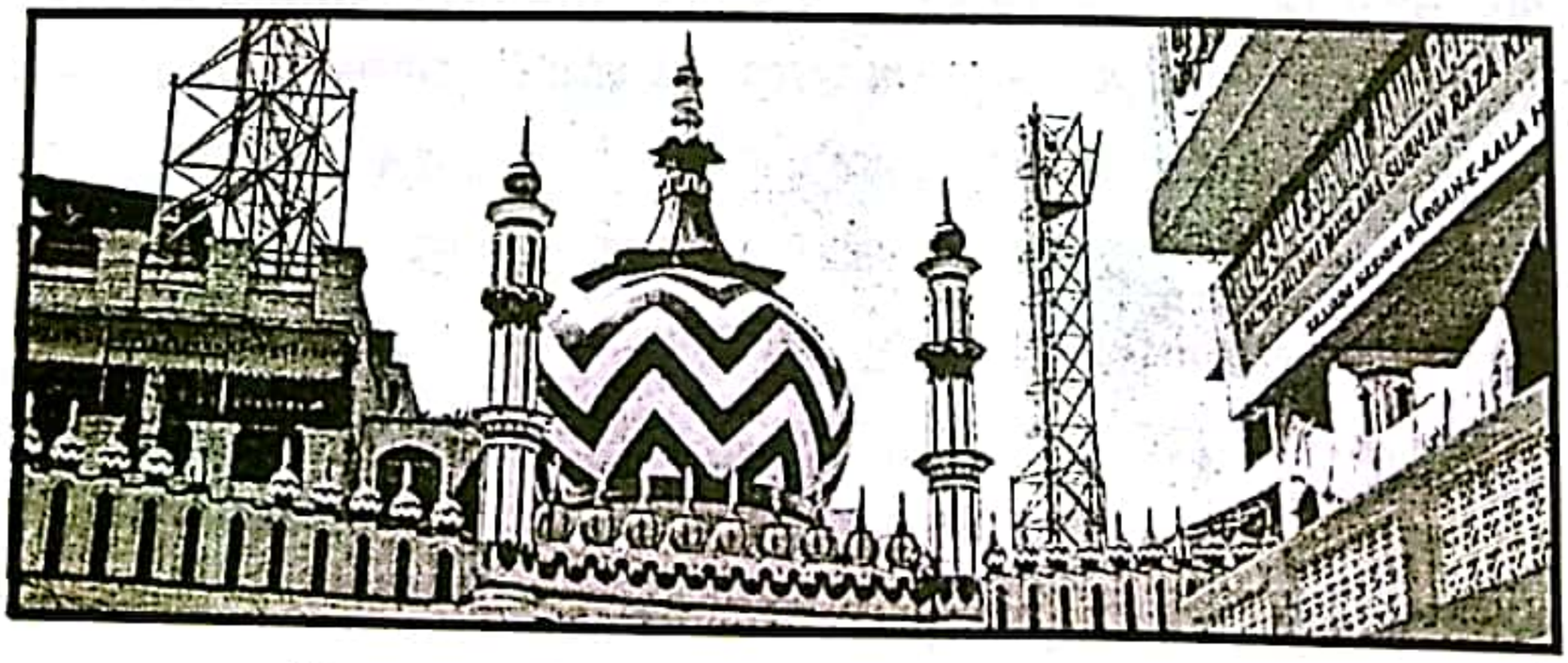

pdf By Syed Mostafa Sakib

## —ঃ মুজাদ্দিদের পরিচয় ঃ—

উলামায়ে ইসলাম ও বোর্জগানে দ্বীন মুজাদ্দিদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মুজাদ্দিদের জন্য জরুরী বিগত শতাব্দির শেষ অংশে এবং আগামী শতাব্দির প্রথমে দ্বীনদারী ইলম ও শেষ্ঠত্ব এবং তাঁর ইলমী শান সওকত প্রকাশিত হবে। সেই সময়ের উলামা তাঁর সম্পর্কে সার্বিক ভাবে মত প্রকাশ করবেন যে তিনি সুন্নত জীবিত করার কর্ম করেছেন। বেদাত ও অন্যান্য খারাপ কর্ম সমূহ যা ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছে তার বিরুদ্ধাচারণ করে জেহাদের পতাকা উত্তোলন করবেন। তাঁর দ্বীনি খেদমত প্রত্যেকের জবানে আলোচিত হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি শতাব্দির শেষ অংশ না পায় অথবা পেল কিন্তু তার দ্বীনি খেদমতের প্রকাশ হল না এই রকম আলেমে দ্বীন মুজাদ্দিদ হিসাবে গন্য হবে না। ইহা জরুরী নয় যে প্রত্যেক শতাব্দিতে সমগ্র পৃথিবীতে এক জনই মুজাদ্দিদ হবেন বরং একের অধিকও মুজাদ্দিদ হতে পারেন। ইহাও সম্ভব যে একই সময়ে বিভিন্ন এলাকাতে যেখানে দ্বীনের খারাপী আসবে সেইখানেই আল্লাহ তায়ালা মুজাদ্দিদ প্রেরণ করবেন।

### বিগত শতাব্দির মুজাদ্দিদগণের নাম ঃ–

১। প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ খলিফায়ে ওয়াক্ত হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযিয রহমাতুল্লাহি আলায়হি। (জন্ম ৯ই হিজরী, বেসাল ১০১ হিজরী)

২। দ্বিতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম শাফেয়ী ও হযরত ইমাম হাসান ইবনে জিয়াদ রহমাতুল্লাহি আলায়হি আলায়হিমা।

৩। তৃতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ কাজী আব্দুল আব্বাস ইবনে শারীহ শাফেয়ী এবং ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী ও মহম্মদ ইবনে জারীর তিবরী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম আযম্মায়ীন।

৪। হিজরী চতুর্থ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম আবু বাকার বিন বাকলানী এবং ইমাম আবু হামিদ আসফারায়ী রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা।

৫। হিজরী পঞ্চম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত কাজী ফখরুদ্দিন হানাফী এবং ইমাম মহম্মদ বিন গিজালী রহমাতল্লাহি আলায়হিমা।

৬। হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী রহমাতল্লাহি আলায়হি।

৭। হিজরী সপ্তম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম তাকীউদ্দিন বিন দাকিকিল আবিদ রহমাতল্লাহি আলায়হি।

৮। হিজরী অষ্টম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম জয়নুদ্দিন ইরাকী, আল্লামা শামশুদ্দিন জাজরী এবং আল্লামা সিরাজুদ্দিন বিলকারনী রহমাতল্লাহি আলায়হিম।

৯। হিজরী নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী এবং আল্লামা শামশুদ্দিন সাফাবী রহমাতল্লাহি আলায়হিমা।

১০। হিজরী দশম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম শাহাবুদ্দিন রামলী এবং মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতল্লাহি আলায়হিমা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

১১। হিজরী একাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী ইমামে রব্বানী শায়েখ আহমদ সিরহান্দী, হযরত শায়েখ মুহাক্কিক মওলানা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী এবং হযরত আল্লামা মীর আব্দুল ওয়াহীদ বিল গিরামী রহমাতল্লাহি আলায়হিম।

১২। হিজরী দ্বাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহানশাহে হিন্দুস্থান আবুল মুজাফফর মহীউদ্দীন আওরঙ্গজীব বাহাদুর আলমগীর বাদশাহ গাজী, হযরত সাইয়েদ শাহ কলিমুল্লাহ চিশতী দেহলবী শায়েখ গোলাম নকশেবান্দ লাখনোবী, এবং হযরত কাজী মহিউদ্দিন বিহারী রহমাতল্লাহি আলায়হিম আজমায়ীন।

১৩। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর ভাগ্যবান সন্তান হযরত মাওলানা আব্দুল আযিয মুহাদ্দীসে দেহলবী রহমাতল্লাহি আলায়হি।

১৪। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ফখরে আলম মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলা হযরত আজিমুল বরকাত মাওলানা আলহাজ্জ হাফিজ ক্বারী মহম্মদ আহমদ রেজা খাঁ বেরলবী সুন্নী হানাফী কাদেরী বরকাতী রহমাতল্লাহি আলায়হি। তাঁর জন্ম ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী এবং বেস্বাল ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দির ২৮ বৎসর ২ মাস ২০ দিন পেয়েছেন সেই সময় তাঁর জ্ঞান গরিমা, পঠন পাঠন, লেখা লেখনী, ওয়াজ ও তাকরীর এবং প্রসিদ্ধতা হিন্দুস্থান হতে হেযায মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং চতুর্দশ শতাব্দির ৩৯ বৎসর ১ মাস ২৫ দিন পেয়েছেন। জীবনের এই সময় কালে তিনি দ্বীনকে পুনঃজীবিত করার এবং সত্যকে প্রমাণ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব উত্তম ও পূর্ণ ভাবে পালন করেছেন। নিজেদের মধ্যে এবং অন্যরাও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং সমস্ত উলামায়ে উম্মত সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হিসাবে মান্য করে নিয়েছেন।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদার স্থানকে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের উলামা গণই মান্য করেননাই বরং পবিত্র হিযায এর উলামাগণ ও তাঁর মুজাদ্দিয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভারতবর্ষে সেই সময়কালে শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা আব্দুল মুকতাদির বাদায়ুনী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে মুজাদ্দিদে মিয়াতে হাজেরা উপাধী দ্বারা স্মরণ করেছেন। পবিত্র হেযাযের উলামায়ে কেরামগণ ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত ফাযেলে বেরলবী আলায়হির রহমার বিখ্যাত পুস্তক আল ফায়োজাতুল মাক্কিয়াতু লি মুহিব্বিদ দাওলাতিল মাক্কিয়াতে পুস্তকে অভিমত প্রদান করে তাঁকে মুজাদ্দিদ উপাধীতে আখ্যায়িত করেছেন।

সাইয়েদ হোসাইন ইবনে আল্লামা সাইয়েদ আব্দুল কাদের তারাতলাসী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, মাসজিদে নববীর শিক্ষক হামদ ও নায়াতের পর লিখেছেন–হামিয়ে মিল্লাতিল মুহাম্মদায়িয়াতিত ত্বাহেরা মুজাদ্দিদে মিয়াতে হাজেরা আমার ওসদাত ও পেশওয়া হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শায়েখ মুসা আলী শামী আযহারী দরবারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন–ইমামদের ইমাম এই উম্মাতের দ্বীনের মুজাদ্দিদ বিশ্বাসের জ্যোতি এবং কালবের জ্যোতিতে সুসজ্জিত অর্থাৎ শায়েখ আহমদ রেজা খাঁ। আল্লাহ তাঁকে ইহজগৎ ও পরজগতে কবুলিয়াত ও সন্তুষ্টি প্রদান করেছেন।

পৃথিবীতে সর্বশেষ্ঠ পুরস্কার ইশকে রাসুল যা সমস্ত নিয়ামত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নবীপাকের মহব্বত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর প্রকৃত মহব্বতের নামই হল ঈমান। পবিত্র হেযায এর একজন আলেম জিজ্ঞাসা করেছিলেন–মা হুয়াল ইসলাম অর্থাৎ ইসলাম কি ?
তার উত্তরে এক হেযাযী আলেম ও বোজর্গ, আশেকে রাসুল উত্তর দেন–ইসলাম মহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চতুর্দিকে ঘুরে অর্থাৎ নবীপাকের পবিত্র ইশক ও মহব্বতের নামই ঈমান। –

"কোরআন তো ঈমান বাতাতা হ্যায় ইনহে
ঈমান ও কহতা হ্যায় মেরী জান হ্যায় এহ্"

আশেকে মুস্তাফা ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত শাহ আহমদ রেজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইশকে রাসুলের জলন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর ইশকে রাসুলের স্থানকে নিজেদের মধ্যে তো স্বীকৃতি আছে অন্যারা এবং বিরোধীগণ ও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিখ্যাত দেওবন্দী আলেম শায়খুল হাদীস মহম্মদ ইদরিশ কান্ধোলবী তার নিজ ছাত্র কাওসার নিয়াজীকে সম্বোধন করে বলেন– মৌলবী সাহেব, মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ বেরলবীর ক্ষমা এই ফাতাওয়ার কারণেই হয়ে যাবে যে আল্লাহ তায়ালা বলবেন–হে আহম্দ রেজা তোমার আমার রাসুলের সাথে এতই মহব্বত ছিল যে তুমি বড় বড় আলেমদেরকে মাফ কর নাই, তুমি মনে করেছো যে তারা রাসুলের তাওহীন করেছে এবং তাদের উপরও তুমি কুফরের ফাতওয়া লাগিয়েছ। যাও একটি আমলের কারণে তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

কাওসার নিয়াজী বর্ণনা করেন যে মুফতী মোঃ সাফী দেওবন্দী নিকট থেকে শুনেছেন যে সে বলে–যখন মাওলানা আহমদ রেজা খাঁর বেস্বাল হয় তখন মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে কেউ এসে খবর দেয়। তখন মাওলনা থানবী বেইখতিয়ার দোয়ার জন্য হাত উঠায় এবং দোয়া সমাপ্ত করে তখন সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সেতো সারা জীবন আপনাকে কাফের বলল আর আপনি তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করছেন। সে উত্তর দিল যে এ বুঝার বিষয় যে মাওলানা আহমদ রেজা খাঁ আমার উপর কুফরের ফাতাওয়া এই জন্য দিয়েছে যে তার বিশ্বাস ছিল আমি রাসুলের তাওহীন করেছি। যদি এই বিশ্বাস রাখারপর আমার উপর কুফরের ফাতাওয়া না দিত তবে সে নিজেই কাফের হয়ে যেত।

(সংগৃহিত–খোতবাতে গাওস ও রাজা)

----------আগামী সংখ্যায়----------

Pdf By Syed Mostafa Sakib

# দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভারসিটি কেরালা হতে প্রকাশিত "হায়াতুর রাসুল" পুস্তকে নবীপাকের তাওহীন

মাওলানা মোহাম্মাদ মোয়াজ্জেম হোসাইন কালিমী
(শিক্ষক-সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

রাবিত্বতুল মাকাতিবিছ ছুন্নিয়া, দারুল হুদা ইসলামিক ইউনিভারসিটি, কেরালা, প্রকাশিত বাংলা পুস্তক "হায়াতুর রাসুল" বিশ্বসৌরভ) প্রকাশক ও গ্রন্থস্বত্ব এবং বিতরক রাবিত্বতুল মাকাতিবিছ ছুন্নীয়া দারুল হুদা অফ ক্যাম্পাস কেরালা, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

বইটি দেখে মনে হচ্ছে বাংলা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ইহা লেখা। বইটির কভার পেজে আরবীতে লিখেছে "হায়াতুর রাসুল" তার অনুবাদ লিখেছে বিশ্ব সৌরভ। যার আরবীর সঙ্গে বাংলার কোন মিল নাই। হায়াতুর রাসুল এর বাংলা অর্থ হচ্ছে রাসুলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের জীবন। বইটির মধ্যে ভাষাগত ত্রুটি বেশ দৃষ্টিকটু। বিশেষ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বইটির ২০ ও ২১ পৃষ্ঠায় তাওহীন ও অপমানসূচক বাক্য ব্যাবহার করা হয়েছে। হেরা গুহায় ওহি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে–"হে মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলায়হি অছাল্লাম পড়ুন, নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি অছাল্লাম বললেন–আমি পড়তে পারি না।

হযরত জিবরাইল আলায়হিস ছালাম নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলায়হি অছাল্লামকে নিজের বুকে একটু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন–পড়ুন।

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলায়হি অছাল্লাম বললেন–আমি শিক্ষিত নই।

হযরত জিবরাইল আলায়হিস ছালাম আবার শক্ত করে বুকে চেপে ছেড়ে দিয়ে বললেন–পড়ুন।

তখনও হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলায়হি অছাল্লাম বললেন–"আমি পড়তে পারি না।"

বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ২ পৃষ্ঠায় উম্মুল মোমিনিন হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরাইল আলায়হিস সালাম নবীপাককে আরজ করেন–"ইকরা" অর্থাৎ আপনি পড়ুন।

উত্তরে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–"মা আনা বেক্বারিইন" ইহার অর্থ বোখারী শরীফের শারাহ নুজহাতুল ক্বারী ১ম খন্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় করা হয়েছে–"ম্যায় নেহি পড়তা" অর্থাৎ আমি পড়ছি না বা পড়ব না।

জিবরাইল আলায়হিস সালামের উত্তরে নবীপাক তিনবারই একই শব্দ ব্যাবহার করেছেন। "মা আনা বেক্বারিইন" অর্থাৎ আমি পড়ছি না বা পড়ব না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরবের প্রচলিত ও ভাষাগত নিয়ম অনুসারে এই রকম বাক্য বর্তমান বা ভবিষ্যতের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত আবু সুফিয়ান নতুন সন্ধির জন্য মদিনা মানোয়ারায় উপস্থিত হন এবং হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে সুপারিশ করেন। তখন সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন–"মা আনা বেফায়েলীন" অর্থাৎ আমি করিব না।

কোরআন মাজিদে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম এর ভাইদের উক্তি উল্লিখিত আছে–"অমা আনতা বেমোমেনীন লানা" অর্থাৎ আপনি আমাদের বিশ্বাস করবেন না।

কোরআন শরীফের ৩০ পারা সূরা আলাক এর শানে নুজুল বর্ণিত হয়েছে "তাফসীরে নুরুল ইরফান" (বাংলা) ১৬৫৭ পৃষ্ঠায়–জিবরাইল আলায়হিস সালাম আরজ করলেন–"ইকরা" অর্থাৎ হুজুর পড়ুন।

হুজুর জবাব দিলেন–আমি পড়ছিনা।

কিন্তু এই পুস্তকে জিবরাইল আলায়হিস সালামের "ইকরা" এর উত্তরে তিন বার দুইবার দুই রকম উত্তর লিখেছে। আমি পড়তে পারি না এবং আমি শিক্ষিত নই। এই রকম উক্তি নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে চরম অপমানসূচক ও বেয়াদবির প্রকাশ। এই রকম উক্তি নবীপাকের সম্পর্কে ব্যবহার করা হারাম।

হায়াতুর রাসুল পুস্তকের প্রকাশক ও বিতরকদের "মা আনা বেক্বারিইন" অর্থ আমি পড়তে পারি না, আমি শিক্ষিত নই। ইহা ভুল মনগড়া, তাওহীন মূলক ও হাদীসের অর্থ বিরোধী।

এই রকম নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাওহীন মূলক বাক্য সম্বলিত পুস্তক কোন সুন্নী হানাফী মাদ্রাসায় পড়ানো জায়েজ নয়। যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসা জেনে শুনে এই পুস্তক পড়াবে বা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য পুস্তক করবে নিঃসন্দেহে সে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সুন্নী হানাফী নয়। তাদেরকে সমর্থন করা বা এ রকম প্রতিষ্ঠানে সুন্নী হানাফী ছেলেদের পড়ানো জায়েজ নয়।

দারুল হোদা কেরালা এবং তার ক্যাম্পাস মুরারই থানার অধীন ভীমপুর সুন্নী হানাফী প্রতিষ্ঠান নয়। মুনাজিরে ইসলাম ফকিহুননাফস আল্লামা মুফতী মহম্মদ মতিউর রহমান রেজবী শরীয়তের আলোকে বিচার করে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন যে দারুল হোদা কেরালা এবং তার অনুসারী ক্যাম্পাস ভীমপুর, বীরভূম সুন্নী প্রতিষ্ঠান নয়। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানে সুন্নী হানাফীদের পড়ানো যাবে না এবং সুন্নী হানাফীদের এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে দুরে থাকা অবশ্যই কর্তব্য। বীরভূম মুর্শিদাবাদের কয়েজজন এই প্রতিষ্ঠানের অর্থভোগী মৌলবী ইহার প্রচার করছে তাদের নিকট হতে সুন্নী হানাফী জনগণের সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# রাসুল সম্রাট বিশ্বনবী মুহাম্মদে আরাবী

## সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম

## জীবনে কি কি করেননি ও বলেননি

মোহাম্মাদ সাদেক্ব আলী আখতারী রেজবী (B.A.(Hons)
(গাড়ীঘাট ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ)

○ প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম পায়জামা পছন্দ করেছেন, ক্রয় করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি কোনদিন পায়জামা পরেন নি। বরং সারা জীবন লুঙ্গী মোবারক ব্যবহার করেছেন। (মিরাতুল মানাজীহ, ৪র্থ খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা)

○ নুর নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো কোন দিন আতর বা সুগন্ধি ফেরৎ দিতেন না । (মিরাতুল মানাজীহ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

○ বিশ্বনবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো কোন দিন স্ত্রীদেরকে মারেন নি। তার কারণ তাঁর সকল স্ত্রী গণই ছিলেন অত্যান্ত নেককার, দ্বীনদার, পরহেজগার এবং ঈমানদার। আর প্রিয় নবীও ছিলেন দয়ার অবতার ও করুনার ভান্ডার।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৫ম খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা)

○ শ্রেষ্ঠ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবনে কখনো কোন দিন কাঁচা রসুন খাননি। কারণ এতে মুখে দূর্গন্ধ আসে। আর তাঁকে ফেরেশতাদের সঙ্গে কথা বলতে হয় ।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৫ পৃষ্ঠা)

○ মহান নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্রা স্ত্রীগণ কখনো কোন দিন হাতে মেহেন্দী লাগাতেন না। কারণ এটা হুজুর অপছন্দ করতেন । (মিঃ মানাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা)

○ শেষ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সহ সমস্ত নবীগণই হামি (হাই) এবং স্বপ্নদোষ থেকে পূত পবিত্র ছিলেন। কারণ এই গুলি শয়তানের প্রলভনে হয় ।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

○ সার্বজনীন নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনো কোন দিন স্বরবে হাসতেন না। বরং তাঁর পবিত্র হাসি ছিল সদায় মুচকি হাসি । (মিরাতুল মানাজীহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

○ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম নেকী ওজন করার মত কোন তারাজু তৈরী হয় নি । (মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা)

○ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কমবেশী ১৪০০ নাম। কিন্তু তার মধ্যে কোন নামই ইসমে জামিদ নয় বরং তাঁর সমস্ত নামই ইসমে মুস্তাক।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

○ হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর উপর জাকাত ফরজ ছিল না।

(মিরাতুল মানাজীহ, ৭ম খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা)

(চলবে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

# নবীপাকের তুলনাহীন অঙ্গ

মাওলানা মোহাম্মাদ ময়জুদ্দিন ক্বাদেরী
(রামপুরহাট ঃ বীরভূম)

○ ***পবিত্র মুখমন্ডল*** ঃ—বিশ্বনবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মুখমন্ডল পরিপূর্ণ জ্যোতির্ময়। মনে হইত বিশ্ব নিয়ন্তার জ্যোতি দর্পণ।

প্রিয় সাহাবী হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে একদা আমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে বিশ্ব রাসুলকে দেখিতে পাইলাম। সেই সময় একবার চাঁদের পানে একবার বিশ্বরাসুলের পানে দেখতেছিলাম। বিশ্ব রাসুলের মুখমন্ডল চাঁদের চেয়েও অধিক শ্রেয়, আলোকিত ও উজ্জ্বল দেখিতে পাইলাম।

হযরত বারায়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, বিশ্বনবীর মুখমন্ডল কি সুতীক্ষ্ণ তরবারির মত ছিল ? উত্তরে তিনি বললেন—পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রানাধিক প্রিয় সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন—হুজুরের হঠাৎ তেজস্বিতা দর্শনে লোক ভীত এবং সন্ত্রস্ত হইত এবং পরিচয় জানার পর তাঁর প্রেমিক হইয়া যাইত। তিনি এমনই আকর্ষনীয় ছিলেন।

অপর বর্ণনায় হযরত বারায়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন—বিশ্ব নবী সমগ্র মানবের চেয়েও অথিক সৌন্দর্য্যবান এবং আদর্শবান ছিলেন। (বোখারী শরীফ)

○ ***পবিত্র ভূরু*** ঃ—বিশ্বনবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ভূরু শরীফ বৃহৎ এবং ঘনচুল বিশিষ্ঠ ছিল।

○ ***চক্ষুদয়*** ঃ—বিশ্বনবী হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর চক্ষুদ্বয় বৃহৎ এবং সুষমা শোভিত ছিল। চোখের মনি ছিল কালোবর্ণের এবং পার্শ্বস্থ ছোট ছোট শিরাগুলি ছিল রক্তিম। বিশ্বনবীর পবিত্র চক্ষুদ্বয় অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। তিনি ডান, বাম, সামনে পিছনে, আলো ও অন্ধকারে সমান ভাবেই দেখতেন। (বোখারী ও মুসলীম শরীফ)

হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনা হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন—হে আমার সহচরবর্গ তোমরা রুকু ও সিজদা পূর্ণ করো। আমি তোমাদিগকে পশ্চাৎ হইতেও স্পষ্ট দেখতে পাই। হযরত আল্লামা মুল্লা আলী কারী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে- চতুর্দিকে সমান ভাবে দেখা কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্যই খাস (নিদৃষ্ট) ছিল। বোখারী শরীফের অপর বর্ণনায় জানা যায় যে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজদা দুটিই পরিদর্শন করতেন। তাঁর অন্তরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# —ঃ জানা অজানা ঃ—

*মাওলানা মহঃ হেলালেউদ্দিন রেজবী (যশইডলা)*

○ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর নাম কি কি ?

উত্তর ঃ–তাঁর সম্মানিত দাদা ও দাদীর নাম আব্দুল মুত্তালিব ও ফাতিমা বিনতে আমর এবং নানা-নানীর নাম যথাক্রমে ওহাব ইবনে আব্দে মান্নাফ এবং নানীর নাম বাররা বিনতে আব্দুল উজ্জা।

○ হুজুর আকরামের জন্মের সময় কি কি বিশেষত্ব ছিল ?

উত্তর ঃ–তিনি মায়ের পেট হতে খাৎনা হওয়া অবস্থায় পাক ও পবিত্র হয়ে নাড়ী কাটা অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন।

○ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কোন কোন মহিলা দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন এবং কত দিন ?

উত্তর ঃ–এ বিষয়ে দুটি মত আছে। ১) জন্মের দিন হতে সাত দিন পর্যন্ত সোয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। ইহার পর মা হালিমাকে সোপর্দ করা হয় এবং তিনি দুধ.পান করান।

২) জন্ম হতে সাতদিন পর্যন্ত মা আমিনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা দুধ পান করিয়েছিলেন। ইহার পর কয়েক দিন সোয়াইবা দুধ পান করিয়েছিলেন। ইহারপর মা হালিমা দুধ পান করান। এক বর্ণনায় ৭ দিন অন্য বর্ণনায় ২৭ দিন সোয়াইবা দুধ পান করান।

○ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সিনাচাক কতবার ও কখন কখন হয়েছিল ?

উত্তর ঃ–নবীপাকের সিনাচাক চারবার করা হয়েছিল। ১মবার মা হালিমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বাড়িতে, ২য় বার দশ বৎসর বয়সে, ৩য় বার ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে, ৪র্থ বার মিরাজের রাত্রিতে।

○ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মহরে নবুয়ত কোন স্থানে ছিল এবং তার আকৃতি কেমন ছিল ?

উত্তর ঃ–হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দুই স্কন্ধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুয়ত ছিল। মোহরে নবুয়তের রং হুজুরের পবিত্র দেহের রং এর মতই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম বলেন ইহা কবুতরের ডিমের আকৃতিতে ছিল। তিরমিজি শরীফে বর্ণিত যে মহরে নবুয়ত এক গোস্তের টুকরো ছিল। মহরে নবুয়ত আমাদের নবীর এক বিশেষ বিশেষত্ব যা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নি।

○ মহরে নবুয়তের উপর কি লিখা ছিল ?

উত্তর ঃ–হযরত শায়েখ ইবনে হাজার মাক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–তাঁর মহরে নবুয়তের উপর লেখা ছিল "আল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু তাওয়াজ্জাহ হায়সো কুনতো ইন্নাকা মানসুরুন" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন নবুয়তের উপর লেখা ছিল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অন্য বর্ণনায় মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লেখা ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল ত্রুটির সমাধান

মাওলানা আবুল কালাম আমজাদী

○ জনগণের মধ্যে প্রচারিত যে হযরত আমীরে মোয়াবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘাড়ে ইয়াজিদ বসে আছে দেখে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছিলেন যে জান্নাতির ঘাড়ের উপর জাহান্নামীকে দেখছি। এই বর্ণনা কতদুর সত্য ?

উত্তর ঃ–এই বর্ণনা মিথ্যা এবং মনগড়া কেননা হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাহ্যিক জীবদ্দশায় ইয়াজিদের জন্মই হয় নি। (ফাতওয়ায়ে শরহে বোখারী ২য় খন্ড ৩৪ পৃষ্ঠা)

○ সাধারণ মুনুষদের মধ্যে খুবই প্রচলিত যে ওয়ায়েশ কারনী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন নবীকারীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের দন্ত মোবারক ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হওয়ার কথা শুনলেন তখন তিনি নিজের সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। এই বর্ণনা কতটা সত্য ?

উত্তর ঃ–এই বর্ণনা একেবারে মিথ্যা এবং অপবাদ।

(ফাতওয়ায়ে শরহে বোখারী ২য় খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা)

○ মানুষের নিকট বহুল প্রচলিত যে মায়াজাল্লাহ হযরত আইউব আলায়হিস সালামকে কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল, এই বর্ণনা কতটা সত্য ? সত্যিই কি আইউব আলায়হিস সালামকে কুষ্ঠ রোগ হয়েছিল ?

উত্তর ঃ–হযরত আইউব আলায়হিস সালামের কখনই কুষ্ঠ রোগ হয় নি কেননা এ মাসআলায় সকলেই একমত যে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ ঐ সমস্ত অসুখ হতে নিরাপদ যেগুলো মানুষের নিকট ঘৃণার কারণ হয়। এই জন্য যে আম্বিয়া কেরামগণ তাবলীগ ও হিদায়াত করেছিলেন আর যদি এ ধরণের ঘৃণিত অসুখ থাকতো তবে মানুষ নবীর নিকট হতে পালিয়ে যেত আর তাবলিগের কাজ সম্ভব হতো না। সঠিক কথা হল যে হযরত আইউব আলায়হিস সালাম এর কুষ্ঠ রোগ হয় নি বরং পরিক্ষা স্বরূপ (আজমাইশের) জন্য শরীরে কিছু ফোঁড়া ফুসকুড়ী হয়েছিল।

(আজাইবুল কুরআন ১৪১ পৃষ্ঠা)

○ জনসাধারণের নিকট এ বর্ণনা বিখ্যাত যে একবার হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাইল আলায়হিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওহি কোথা থেকে এবং কি ভাবে নিয়ে আসো ? জিবরাইল আলায়হিস সালাম বলেন একটি পর্দা হতে আওয়াজ আসে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কখনো পর্দা উঠিয়ে দেখেছ ?

উত্তরে জিবরাইল আলায়হিস সালাম বলেন পর্দা উঠাবার শক্তি আমার নেই। তখন তিনি এরশাদ করলেন এবার তুমি পর্দা উঠিয়ে দেখবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত জিবরাইল আলায়হিস সালাম পর্দা উঠিয়ে দেখলেন পর্দার ভিতরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হিস সালাম বসে আছেন এবং হিদায়াত করলেন আমার বান্দাকে হিদায়াত করো। এই বর্ণনা কতটা সত্য।

উত্তর ঃ–এই বর্ণনা কেবল মিথ্যা নয় ইহা বর্ণনা করা না-জায়েজ ও গোনাহের কর্ম এবং অন্তর থেকে বিশ্বাস করা কুফর। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া ৬ষ্ঠ খন্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

○ সাধারণ মানুষ এই বর্ণনা কে হাদীস ভেবে বর্ণনা করে যে ব্যক্তির মধ্যে নিরানব্বইটি কুফরী কালাম ও একটি ইসলামী কালাম বিদ্যমান তাকে কাফের বলা যাবে না। এটা কি সত্যই হাদীস ?

উত্তর ঃ–এই বর্ণনা কখনই হাদীস নয় বরং কোরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য বিরোধী কেননা কোরআন ও হাদীসের হুকুম হচ্ছে যদি কেউ হাজারো কালাম ইসলামের বলতে থাকে এবং একটি কুফরী কালাম বলে তবে সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং এই বর্ণনা কখনই হাদীস নয়, ইহাকে হাদীস বলাও মিথ্যা এবং হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের উপর প্রকাশ্য মিথ্যা অপবাদ। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়াহ ৬ষ্ঠ খন্ড ৯৫ পৃষ্ঠা)

○ কিছু মানুষকে দেখা যায় কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে কোথাও যায় তবে সে কোরআন শরীফ বন্ধ করে যায়, খোলা রেখে যায় না এবং বলতে থাকে যদি খোলা রেখে দিয়ে যায় তবে শয়তান পড়ে নিবে এই ধরণের মন্তব্য করাটা কি সঠিক ?

উত্তর ঃ– কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে যদি কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে কোরআন মাজীদ বন্ধ করে যাওয়া উচিৎ খোলা রেখে যাওয়া বেয়াদবী। কিছু মানুষের মধ্যে যেটি খুবই প্রচলিত তা হল যদি খোলা রেখে যায় তবে শয়তান পড়ে নিবে এটি একেবারে ভুল কথা। হতে পারে শিশুদেরকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই রকম কথা বলা হয়েছে নচেৎ এর কোন ভিত্তি নাই। (বাহারে শরীয়ত ১৬ খন্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা)

○ হিন্দু বাড়ির তৈরী করা মিষ্টান্ন দ্রব্যর উপর ফাতিহা পড়া কি ?

উত্তর ঃ– হিন্দুর বাড়ির তৈরী করা মিষ্টান্ন দ্রব্যের উপর ফাতিহা পড়া জায়েজ। কিন্তু যতদুর সম্ভব পরিহার করা দরকার। (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৪র্থ খন্ড ২৭ পৃষ্ঠা)

○ ফাতিহা পড়ার জন্য মিষ্টান্ন দ্রব্য কি জরুরী ?

উত্তর ঃ– ফাতিহা পড়ার জন্য মিষ্টান্ন দ্রব্য জরুরী নয়। মিষ্টি, নোনতা প্রত্যেক প্রকার দ্রব্যের উপর ফাতিহা পড়া যাবে। (ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৪র্থ খন্ড ২৮ পৃষ্ঠা)

○ মেয়েদের কপালে টিপ দেওয়া কি জায়েজ ?

উত্তর ঃ– মেয়েদের কপালে টিপ পরা জায়েজ নয়। ইহা হিন্দুদের তরিকাহ। মা বোনেদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকা দরকার এবং হিন্দুদের রীতি রেওয়াজ হতে বেঁচে থাকা দরকার।

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৪র্থ খন্ড ৬০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

○ কিছু মানুষকে গরম খাবার, গরম চা অথবা অন্যান্য গরম খাবার ফু দিয়ে খেতে দেখা যায় এটা কি সঠিক ?

উত্তর ঃ- হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাবারের উপর ফু দিতে নিষেধ করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে খাবারে ফু দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ প্রশ্বাস এর মাধ্যমে ভিতরের জীবাণু বাইরে আসে যা খাবারে মিশে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। আবার ঐ জীবাণু মিশ্রিত খাবার পেটে গেলে দ্বীগুন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এই কারণে মুসলমানদের ফু দিয়ে খাওয়া উচিৎ নয়। বরকত ও শেফার নিয়তে কুরআন শরীফের আয়াত কিংবা দুয়া পড়ে ফু দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। এই নিয়ম কোরআন হাদীস এবং বোর্জগানে দ্বীনের আমল হতে প্রমাণিত।

○ মহিলারা গাই গরুর দুধ দহন করতে পারে কি ?

উত্তর ঃ- দুধ দহন করার জন্য পুরুষ বা মহিলা শর্ত নয়। মহিলারাও দুধ দহন করতে পারে।

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদিয়া ৪র্থ খন্ড ৭৩ পৃষ্ঠা)

○ কিছু জায়গায় মৃতদের মধ্যে পুরুষদের আলাদা, মহিলাদের আলাদা, ছেলেদের আলাদা, মেয়েদের আলাদা, গওসে পাকের আলাদা এবং খাজা গরীব নওয়াজের আলাদা ফাতিহা করার রীতি আছে এবং খেয়াল করে যে এক সঙ্গে ফাতিহা হয় না এই খেয়াল কতটা সঠিক ?

উত্তর ঃ- এই খেয়াল বাতিল ও ভুল। সকলের একসঙ্গে ফাতিহা করা যাবে তাতে কোন প্রকারের অসুবিধা নাই। সকলের নিকট পুরো ফায়দা পৌছাবে কোন রকমের কম বেশী হবে না। (সংগৃহিত-অনুবাদ মাহানামা কানজুল ঈমান, ফেব্রুয়ারী ২০১৬)


পৃথিবীর মধ্যে নির্ভুল, ঈমান জীবিত করা ও বিশুদ্ধ অনুবাদ

# কানজুল ঈমান

অনুবাদক-আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা
রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

এই অনুবাদ বাংলা ও আরবী উচ্চারণ সহকারে তৎসহ হিন্দি,
ইংরেজী,উর্দু ভাষায় পাওয়া যায়।
আপনি সুন্নী মুসলমান হিসাবে একখানি বাংলা কুনজুল ঈমান সংগ্রহে রাখুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# গওসুল আযম শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী

## রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সংক্ষিপ্ত

# কারামতাবলী

মাওলানা নিজামুদ্দিন রেজবী, (নলহাটি)

পীরানে পীর দাস্তেগীর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র নাম আব্দুল কাদের। কুন্নিয়াত আবু মহম্মদ। উপাধী মহিউদ্দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে গওসুল আযম উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ইরাণের জিলান নামক স্থানে ১লা রমজান ৪৭০ হিজরী মোতাবেক ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতার নাম হযরত সাইয়েদ আবু সালেহ মুসা জঙ্গী এবং মাতার নাম সাইয়েদা উম্মুল খায়ের ফাতেমা আলায়হিমার রহমা। ৯১ বৎসর বয়সে ১১ বা ১৭ই রবিউল আখের মাসের ৫৬১ হিজরীতে ইরাকের বাগদাদ শহরে বেস্বাল করেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ শহরেই তাঁর পবিত্র মাজার মোবারক অবস্থিত।

আমাদের আকা সরকারে গাওসে আযম মাহবুবে সুবহানী গওসে সামদানী কুতুবে রব্বানী হযরত শায়েখ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পবিত্র জাত সম্পুর্ণ কারামত ছিল। হযরত শায়েখ আলী ইবনে নাসার রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে আমি গাওস আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অপেক্ষা কোন ওলি দ্বারা এত কারামত প্রকাশ হতে দেখি নাই। মানুষ যে সময় চাইত তখনই তাঁর নিকট হতে কারামত প্রকাশিত হত।

**মৃত ব্যক্তি জীবিত হওয়া ঃ—** গওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদিন কিছু মুরিদকে সঙ্গে নিয়ে এক গ্রামের ভিতর দিয়ে যাইতেছিলেন। সেখানে দেখলেন একজন মুসলমান এবং একজন খ্রীষ্টানের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। গওসেপাক ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে মুসলমান বলেন যে, খ্রীষ্টান বলছে-হযরত ঈশা আলায়াহিস সালাম আমাদের নবী অপেক্ষা উত্তম ছিলেন।

গওসেপাক খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞাসা করলেন– তুমি কি কারণে বলছ যে হযরত ঈশা আলায়হিস সালাম শ্রেষ্ঠ ছিলিন।

খ্রীষ্টান বলল–ঈশা আলায়হিস সালাম মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতেন।

আমাদের আকা গওসপাক বললেন–আমি নবী নই কিন্তু রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সন্তান এবং উম্মাত। যদি আমি মৃতকে জীবিত করে দিই তবে তুমি আমাদের কি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদাকে স্বীকার করবে ?

খ্রীষ্টান বলল–আপনি যদি তা করতে পারেন তবে আমি অবশ্যই নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিব।

হুজুর গাওসপাক তাকে বললেন–আমাকে কোন কবর স্থানে নিয়ে চল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর কোন পুরাতন কবর বল যা তুমি জান, আমি কবর হতে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিব।

খ্রীষ্টান গওসে পাককে নিয়ে একটি পুরাতন কবরস্থানে গেল এবং একটি কবরের দিকে ইশারা করল।

তখন গওসপাক কবরের দিকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, এই কবরের মৃত ব্যক্তি দুনিয়ায় গানবাজনা করত তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে এই মৃত ব্যক্তি গান গাইতে গাইতে কবর হতে বেরিয়ে আসবে।

আশ্চর্য হয়ে খ্রীষ্টান নিবেদন করল–ইহাতো আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এই রকমই করুন। গাওসেপাক কবরের দিকে লক্ষ্য করে বললেন–"কুম বিইজনিল্লাহ" তখন কবর ফেটে গেল এবং কবর হতে মৃত্য ব্যক্তি জীবিত হয়ে বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে এল। আমাদের আকা গওসে আযমের কারামত দর্শন করে সেই খ্রীষ্টান তখনই তৌবা করে মুসলমান হয়ে গেল।

ওহ্ কহা কর কুম বিইজনিল্লাহ
জালা দিতে হ্যায় মুরদু কো
বহুত মশহুর হ্যায় ইয়াহ ইয়ায়ে
মাওতা গাওস আযম কা।

**মুরগী জীবিত হওয়া- ঃ—** একজন মহিলা নিজ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে হুজুর গাওসে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন–হযরত আমার ছেলে আপনাকে অত্যান্ত মহব্বত করে এবং উত্তম আকিদা পোষন করে। আপনি আমার ছেলেকে নিজ গোলামীতে কবুল করে নিন এবং তাকে শরীয়তের ও তরীকতের শিক্ষায় সুসজ্জিত করে তুলুন।

হুজুর গাওসে পাক তাকে কবুল করলেন এবং ছেলেটি ইবাদত ও আরাধনায় মশগুল হয়ে গেল।

কিছু দিন পরে উক্ত মহিলা নিজ সন্তানকে দেখার উদ্দেশ্যে গওসে পাকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে তার সন্তান শুকনো যবের রুটি বিনা তরকারীতে খাচ্ছে। তার শরীর অতিরিক্ত দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে গেছে।

সন্তানের চেহেরা দেখে মনক্ষুন্ন হয়ে মহিলা গাওসে পাকের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে গিয়ে দেখেন হুজুর গাওসে পাক মুরগীর মাংস খেয়েছেন এবং মাংসের হাড় তখনও তাঁর সামনে রাখা আছে।

মহিলাটি নিবেদন করলেন– হে আমার আকা, আপনি আমার ছেলের উপর কোন দয়া করেন নাই। হুজুর আপনি তৃপ্তি সহকারে মুরগীর মাংস খাচ্ছেন আর আমার ছেলে শুকনো রুটি বিনা তরকারীতে খাচ্ছে ?

মহিলার কথা শুনে গাওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজ পবিত্র হাত মুরগীর পরিত্যাক্ত হাড়গুলির উপর রেখে বললেন–"কুমী বিইজনিল্লাহিল্লাজী ইহইল ইজামা ওয়াহিয়া রামিম" অর্থাৎ হে মুরগী তুমি খোদার নির্দেশে জিন্দা হয়ে দাঁড়িয়ে যাও যিনি পচা গলা হাড্ডি হতে জীবিত করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর গওসেপাকের হুকুম শুনেই মুরগী জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল

গাওসে পাক বললেন–হে মহিলা শোন, যেদিন তোমার সন্তান এই রূপ ক্ষমতা অর্জন করবে সেই দিন সে যা ইচ্ছা খাবে।

**ফায়েজে মুস্তাফা ও হযরত আলীর জিয়ারত ঃ—** শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে হযুর গাওসে পাক বলেন–আমি ১৬ই শাওয়াল ৫২১ হিজরী মঙ্গলবারের দিন দুপুরের সময় আরামরত অবস্থায় স্বপ্নে হুজুর সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দর্শন করি। তিনি আমাকে বলেন–হে বেটা তুমি ওয়াজ কেন করছ না। তখন তিনি নবীপাকের বরগাহে আবেদন করেন– হে রাসুলুল্লাহ, আমি একজন আজমী, বাগদাদের পারদর্শী ভাষাভাষীদের সম্মুখে কেমন করে জবান খুলব। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন–হে আব্দুল কাদের, মুখ খোল। তিনি মুখ খুললেন। নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর মুখে সাতবার তাঁর নিজের পবিত্র থুথু মোবারক দিলেন এবং বলেন–এই বার তুমি মানুষের নিকট ওয়াজ নসিহত করে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান করো। এই অবস্থায় তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন। ইহারপর তিনি খুব আনন্দিত হয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলেন নামাজ সমাপ্ত করার পর মানুষের এক বিরাট জামায়াত তাঁর নিকট জমা হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর ভয় করতে লাগল। সেই সময় মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী মুর্তুজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাশরিফ নিয়ে আসলেন এবং বললেন- মুখ খোল। আমি মুখ খুললাম। তখন হযরত আলী রায়িাল্লাহু তায়ালা আনহু ছয়বার তাঁর পবিত্র থুথু গাওসে পাকের মুখে দিলেন। তখন গাওসে পাক নিবেদন করলেন আপনি সাতবারের স্থলে ছয়বার কেন দিলেন। তিনি বলেন–হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আদবের কারণে। ইহার ফলে আমার ওয়াজ নসিহত করার শক্তি সঞ্চারিত হয় এবং আমি সুদ্ধ আরবী ভাষায় ওয়াজ নসিহত করতে আরম্ভ করি।

**মৃত ছেলেকে জীবিত করা ঃ-** এক মহিলার একটি সন্তান নদীতে ডুবে যায়। তখন ঐ মহিলা হুজুর গাওসে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন–নিশ্চয় আমার ছেলে নদীতে ডুবে মারা গেছে। আমার বিশ্বাস যে আপনি আমার ছেলেকে জীবিত করে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

হুজুর গাওসেপাক বললেন–তুমি বাড়ি চলে যাও, ছেলে পেয়ে যাবে।

মহিলা বাড়ি ফিরে গেল কিন্তু অপেক্ষা করেও ছেলেকে ফিরে না পেয়ে পুনরায় গাওসেপাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে কান্না করতে আরম্ভ করল।

এবারও গাওসে পাক তাকে বললেন–তুমি বাড়ি ফিরে যাও, ছেলে পেয়ে যাবে।

মহিলা বাড়ি ফিরে গেল কিন্তু ছেলের দেখা পেল না। আবার সে গাওসে পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে চিৎকার করে কান্না করতে আরম্ভ করল।

ইহার পর গাওসেপাক মোরাকাবা করে বলেলন–

বাড়িতে চলে যাও, ছেলেকে বাড়িতে পেয়ে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাওসপাক আল্লাহর দরবারে বিনীত ভাবে নিবদন করলেন–হে আল্লাহ এই মহিলার সম্মুখে আমাকে দুইবার লজ্জিত করলে।

তখন আল্লাহপাক ইলহাম দ্বারা বলেন–তোমার কথা সত্য ছিল, যখন প্রথমবার বললে তখন ফেরেশতা তার হাড়হাড্ডি একত্রিত করছিল। দ্বিতীয়বার যখন বললে–তখন তাকে জীবিত করল আর তৃতীয়বার যখন বললে তখন তাকে নদী হতে বাড়িতে পৌছে দেওয়া হল।

**বারো বৎসর পরে বরযাত্রী সহ জীবিত হওয়া ঃ-** হযরত মাহবুবে সুবহানী কুতুবে রব্বানী গাওসে আযম জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদিন এক নদীর কিনারায় বসে তাসবীহ ও তাহলিলে মত্ত ছিলেন। এমতবস্থায় কিছু দুর হতে এক মহিলার কান্নার আওয়াজ আসতেছিল। তিনি ঐ মহিলার কান্নার আওয়াজে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর এক বিশেষ খাদেমকে ঐ মহিলার কান্নার কারণ জানার জন্য প্রেরণ করেন। খাদেম ঐ মহিলার নিকট গিয়ে সমস্ত অবস্থা জেনে ফিরে এসে গাওসেপাককে জানালেন।

একজন বুড়ি মহিলার একমাত্র সন্তান ছিল। আজ থেকে ১২ বৎসর পূর্বে নদীর ওপারে নৌকাযোগে সে বরযাত্রি সহ বিবাহ করতে গিয়েছিল, ফিরে আসার সময় দুলহা-দুলহীন সহ সমস্ত বরযাত্রী নদীতে ডুবে যায়। সেই দিন হতে বুড়ি মহিলা প্রতিদিন নদীর কিনারায় এসে কান্না করে। খাদেমের মুখে এই ঘটনা জানার পর গাওসেপাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দয়া হল। খাদেমকে বলেন–বুড়িমাকে গিয়ে সান্তনা দাও যে তার মনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। দুলহা-দুলহীন সহ সকল বরযাত্রী যে ভাবে ডুবে মারা গেছে তারা সকলেই জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে। এরপর গাওসেপাক হাত উঠিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন। তিনি দোয়ারত অবস্থাতেই বারো বৎসর পূর্বের ডুবে যাওয়া নৌকা দুলহা-দুলহীন ও বরযাত্রীসহ সকলে শান সওকাতের সঙ্গে জীবিত হয়ে নদীর কিনারায় ফিরে আসল।

গাওসেপাকের এই কারামত সারা শহরে প্রচারিত হয়ে যায় এবং হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয়ে যায়।

(সংগৃহিত–আনওয়ারুল বয়ান ১ম খন্ড এবং খোৎবাতে গাওস ও রাজা)

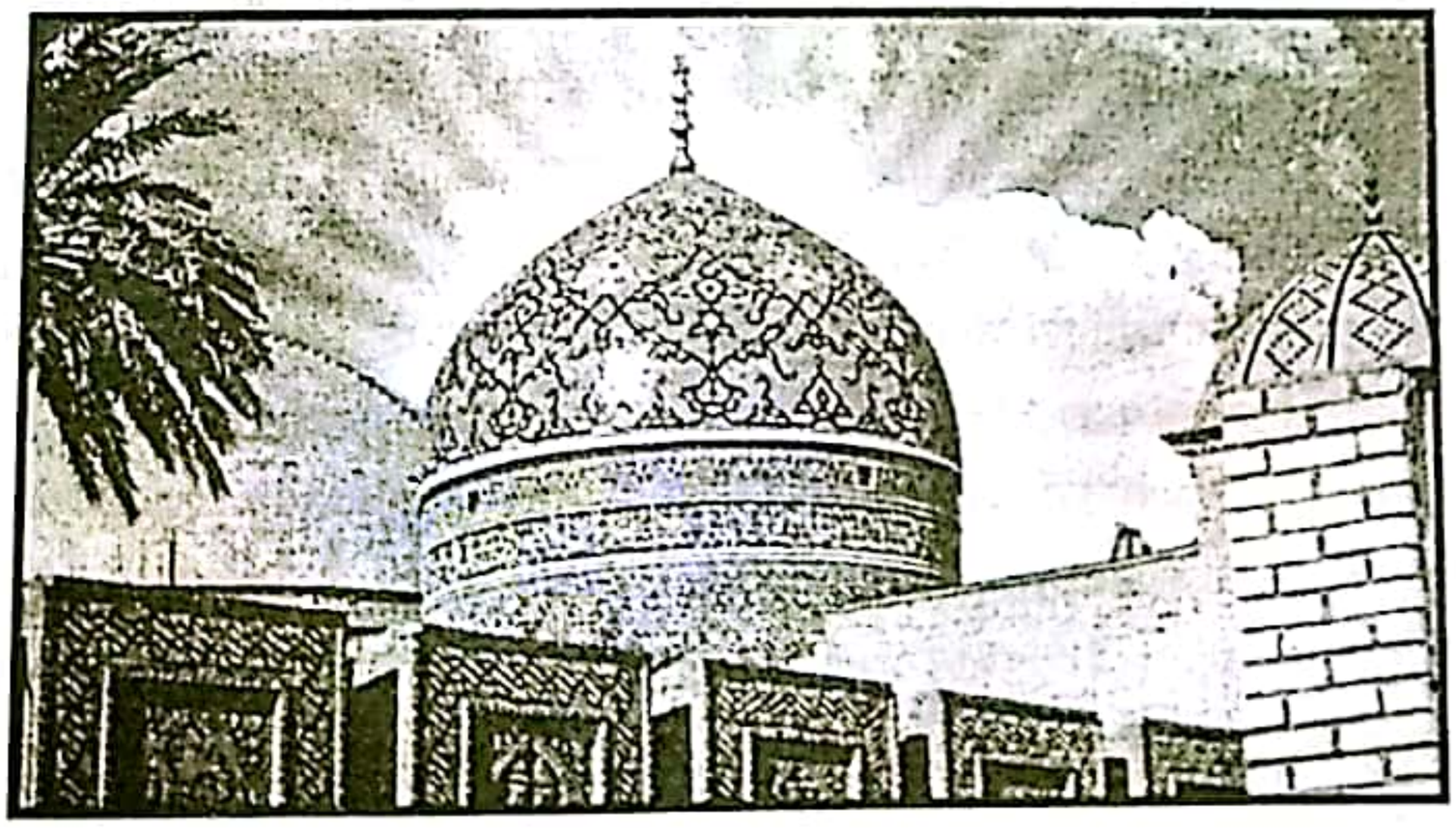

pdf By Syed Mostafa Sakib

# নবীর গুস্তাখ্ মালাউন কমলেশ তেওয়ারীর ফাঁসি হওয়া উচিৎ

মাওলানা মহম্মদ আলমগীর হোসাইন

২রা ডিসেম্বর ২০১৫ সিতাপুরের অধিবাসী বদবখত্ কমলেশ তেওয়ারী নামে এক শয়তান রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে জঘন্যতম অশ্লীল ভাষায় বিজ্ঞাপন ছড়িয়েছে যাতে এই শয়তানের সই করা আছে। এই শয়তান হিন্দু মহাসভার একজন নেতা। ইহার পূর্বে শয়তানী উক্তির কারণে সে কয়েকবার জেলে গিয়েছে। দুই বৎসর পূর্বে মুসলমান হিন্দুস্থান ছোড় স্লোগান দিয়ে আন্দোলনে রত হয়েছিল। ভারতীয় দন্ডবিধির কয়েকটি ধারায় তার উপর অভিযোগ রয়েছে এবং মামলা চলছে। সম্প্রতি সে লক্ষ্ণৌতে বসবাস করে সেখানেই তার অফিস। তার অফিসে মহাত্মাগান্ধির হত্যাকারী কুখ্যাত নাথুরাম গডসের ছবি আদব সহকারে টাঙ্গানো আছে। নাথুরামের নামে সে একটি মন্দির তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

লক্ষ্ণৌ হতে সে একবার ভোটে দাঁড়িয়ে তার জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। প্রাপ্ত ভোট ছিল মাত্র ১৭০০। প্রচারে আসার কৌশল হিসাবে, সস্তায় হিরো হওয়ার আশায় সমাজকে বিষাক্ত করতে থাকে। মাঝে মধ্যেই বিভ্রান্তিমূলক উক্তি করে বর্তমানে সে এখন জেলে।

এই মালাউন খবিশ নবীপাকের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় জঘন্যতম উক্তি করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। তাহরিকে তাহাফ্ফুজে সুন্নীয়াত, মারকাজে আহলে সুন্নাত বেরেলী শরীফ ইন্টার কলেজ ময়দানে ১৩ই ডিসেম্বার ২০১৫ বেরেলী বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এক করা হয়। সেই সভাতে পীরে তরিকত কায়েদে আহলে সুন্নত হযরত আল্লামা সুবহান রেজা খাঁ মাদ্দাজিল্লাহুল আলী উপস্থিত ছিলেন এবং মানজারে ইসলাম আরবী ইউনিভারসিটির শিক্ষকগণ এবং বহু উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। দারুল ইফতার সদর মুফতী সাইয়েদ কাফিল আহমদ হাশমী বিক্ষোভ সমাবেশে তার বক্তৃতায় বলেন–ভারতবর্ষের সংসদীয় আইনে এই রকম আইন পাশ করা উচিৎ যে নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামের অবমাননা কারীদের যেন ফাঁসি হয়। অন্যান্য বক্তা ও আলেমগণ ভারতীয় আইন অনুসারে তার দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী করেন। সভারপর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে স্মারকলীপি প্রদান করা হয়। (মাহনামায়ে আলা হযরত ফেব্রুয়ারী ২০১৬) কমলেশ তেওয়ারীর বিরুদ্ধে পায়ধানী পুলিশ ষ্টেশনে রাজা একাডেমি মুম্বাই এর জেনারেল সেক্রেটারী হযরত সাইদ নুরীর নেতৃত্বে এফ.আই.আর. দাখিল করা হয়েছে এবং হিন্দু মহাসভার এই গুস্তাখকারীর গুস্থাখী বিজ্ঞাপনখানী বন্ধ করার দাবী জানানো হয়েছে।

১৭ই ডিসেম্বর মুম্বাই মালাউন কমলেশ তেওয়ারীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়অর জন্য এক বিরাট বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয় এবং সাইয়েদ মায়ীনুদ্দিন আশরাফ আশরাফী জিলানী ভারত সরকারের নিকট তার ফাঁসির দাবী করেন। (দি ইন্ডয়ান মুসলীম টাইমস্ ২৪শে ডিসেম্বর –২রা জানুয়ারী ২০১৬) আমরা অল ইন্ডয়া সুন্নী জামিয়াতুল আওয়াম এর পক্ষ হতে এই খবিশের দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির সাজা দেয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# ওহাবী, ল-মাজহাবীদের প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদ

মাওলানা আলী হোসাইন তাহাসিনী

বর্তমান সময় নামধারী এক মুসলীম স্কোলার কোট টাই পরিহিত ডাঃ জাকির নায়েক সে আহলে হাদীস ও লা-মাজহাবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিছু দিন পূর্বে টিভি চ্যানেলে কথা বলতে গিয়ে ডাঃ শহিদ মাসউদের এক প্রশ্নের উত্তরে সে বলে আমার সম্পর্ক আহলে হাদীসদের সঙ্গে আমি আসলেই আহলে হাদীস। (জিও টিভি, ইন্টারভিউ, ২০০৮)

## জাকির নায়েকের ভ্রান্ত আকিদা বা বিশ্বাস ঃ—

১। তার আকিদা বা ভ্রান্ত মতবাদ যে কোরআন হাদীসের মধ্যে কোথাও নেই যে মহিলারা মাসজিদে যেতে পারবে না। (খোতবাতে জাকির নায়েক (উর্দু) ২৭২ পৃষ্ঠা)

২। ইসলামের মধ্যে কোন ফিরকা বা দলের স্থান নেই। (খোতবাতে জাকির নায়েক (উর্দু) ৩১৬ পৃষ্ঠা) আমাদের প্রশ্ন যদি ইসলামে ফিরকা বা দলের স্থান না থাকে তবে আপনি নিজেকে কেন আহলে হাদীস বলে প্রকাশ করেছেন। ইহাওতো একটি ফিরকা বা দল ?

৩। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লেখা-পড়া জানতেন না। (খোতবাতে জাকির নায়েক (উর্দু) ৫৭ পৃষ্ঠা) জাকির নায়েকের ভাষায় প্রমাণ হয় যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম হচ্ছেন আনপড় অর্থাৎ নিরক্ষর। মায়াজাল্লাহ।

৪। এক সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক হয়। তালাক বিষয়ক সিডিতে বর্ণিত হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের নিকট একসঙ্গে তিন তালাক দিলে তিন তালাকই অর্পিত হবে। এ সম্পর্কে উম্মাতে মুসলেমার ইজমা বা একমত। ইহা অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

৫। কারবালার যুদ্ধ রাজনৈতিক যুদ্ধ ছিল এবং ইয়াজিদ পালিদকে সে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছে। (সিডি) জাকির নায়েক কারবালা যুদ্ধকে রাজনৈতিক যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আহলে বায়াতকে উপহাস করেছে এবং আহলে বায়াতের শত্রু ইয়াজিদ পালিদকে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলে প্রমাণ করেছে যে সে ইয়াজিদ পালিদের দলের লোক এবং তারই অনুসরণকারী।

৬। মাজার সমুহে উপস্থিত হওয়া, আল্লাহ ব্যাতিত অন্য কারো অসিলা নেওয়া, মিলাদ মহফিলের ব্যবস্থা করা শিরক। (নাউজুবিল্লাহ)

জাকির নায়েক শিরক কাকে বলে তাহাই জানে না। যদি জানতো তবে উক্ত জায়েজ বিষয়গুলি যা শরীয়তে প্রমাণিত তাকে শিরক বলত না।

৭। সে তার বক্তৃতায় বলেছে–আজকের দিনে মহম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট চাইতে পারিনা। বাকী ব্যক্তিদের ছাড়। মহম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মান্য করা আমাদের জন্য হারাম। (মায়াজাল্লাহ) (জাকির নায়ের লেকচার ইউটিউব)

দেখুন এই ব্যক্তির গুসতাখী। এই ব্যক্তি কত বড় গুসতাখী যে নবীপাককে মান্য করা হারাম বলেছে সেকি কখনো মুসলমান হতে পারে ? জাকির নায়েকের ভ্রান্ত মতবাদের কয়েকটি নমুনা এখানে দেওয়া হল। ইহা ছাড়াও তার আরও ভ্রান্ত মতবাদ বা আকিদা আছে। সে কোরআন ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে। সে একজন পাকা ওহাবী, লা-মাজহাবী, আহলে হাদীস, পথভ্রষ্ট। তার বক্তৃতা হতে তার বই পুস্তক হতে অবশ্যই দুরে থাকা কর্তব্য।

(সংগৃহিত–উর্দূ সাপ্তাহিক, আওয়াজে নাও, ২৮/১১/২০১১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

# কবিতাবলী

## অসার সংসার বা মায়ার সংসার

মোল্লা মজফরউদ্দিন

জীবিত কালে সকলেই ভাবে
বিষয় সম্পদ সবই আমার
ঐ চলে কাঁধে লয়ে শব
দেখো সঙ্গে কি যায় তার।
সচ্ছল সংসারে মহাধনীজন
দামি পোশাকে ছিল বেশ
দ্বীন হালে আজ সাধারণ পোশাকে
ও যায় কোন দেশ।
প্রাণের প্রিয়জন কে আছে আজ
কোন জন হল তার সাথী।
কেবা কতকাল কাঁদে কার লাগি
আছে কি তার তমশা হরিতে বিদায় বেলায় বাতি।
ওরে পোড়ামন হারালে প্রাণ
সবই হয়ে যায় পর
মায়ার সংসারে খেলা শেষ হবে
বেলা শেষে ফিরবি আপন ঘর।
শেষ নিশ্বাসে নিথর শব
রহিবে অন্ধকারে
পিঞ্জর খুলে পালালো পাখি
কোন কালে আর আসিবেনা ফিরে।

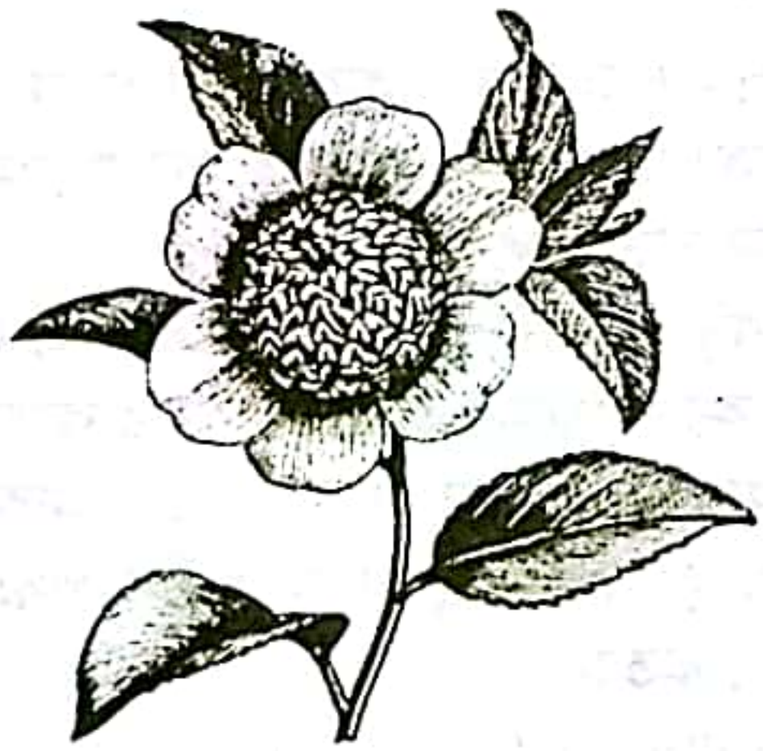



## জীবনতরী

মহঃ রফিকুল ইসলাম

আল্লাহর নামে ভাসাই তরী
চলুক দুলে দুলে
নবীর পরে দরুদ পড়ি
লাগুক আপন কুলে।
চোর ডাকাতের হলে আক্রমণ
কামেল মুর্শিদের লইব স্মরণ
মুল মোকামে পৌঁছে যাব
জীবন তরী যাবে না বিফলে।
নামাজ, রোজা হজ, জাকাত–
ভরা নৌকায় আছে নাজাত
নইলে কলিকালের হড়কা বানে
হারাবে সব কোন কালে।

## আবিদ

মহঃ রফিকুল ইসলাম

আল্লাহ নামের হলে আবিদ
হৃদ পিঞ্জরায় পাবি আহম্মদ

প্রেম বারিতে হলে ধোওয়া
আমিত্ত্ব তোর যাবে খোওয়া
হলে ফাঁকা হবি বাকা
মিলবে তখন নাম মদদ।

আশেকের সিরনি খেয়ে যে জন
করিছে ধ্যান লুটায়ে জীবন
সেই সে জ্ঞানী গুন মণি–
পেয়ে দিলে স্বাদ বেহদ।

হারাম হালালে করে ফারাক
দিলে মনে জিকিরের জাঁক
শুষ্ক বাগে কুসুম জাগে
হলে জীবনের মূল আবাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# খবরা খবর

মাওলানা সামশুদ্দিন মেসবাহী

## বেরেলী শরীফে ঐতিহাসিক ওরস মোবারক

গত ইংরেজী ২০১৫ সালের ৬,৭,৮ই ডিসেম্বার, হিজরী ২৩,২৪ ও ২৫শে সফর ১৪৩৭ রবি সোম ও মঙ্গলবার ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বেরেলী শহরে আলা হযরত আজিমূল বরকাত মজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আকায়ে নিয়ামত, দরিয়ায়ে রহমত, মুর্শিদে বারহাক ইমামে আহলে সুন্নাত সাইয়েদোনা ইমাম আহমদ রেজা খাঁ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তিন দিন ব্যাপি ৯৭তম ওরস শরীফ শরীয়ত মোতাবিক পালিত হয়। তৎসহ মুফতীয়ে আযমে আলম ইসলাম হুজুর মোস্তফা রাজা খাঁ আলায়হির রহমা ও কায়েদে আহলে সুন্নাত রায়হানে মিল্লাত আল্লামা রায়হান রাজা খাঁ রহমাতুল্লাহি আলায়হির ওরস মোবারক পালন করা হয়।

উক্ত ওরস শরীফ সাহেবে সাজ্জাদা গদ্দিনাশীন হযরত আল্লামা আলহাজ শাহ মহম্মদ সুবহান রেজা খাঁ সুবহানী মিয়া মাদ্দাজিল্লাহুল আলী ও তাঁর বড় সাহেবজাদা হযরত মাওলানা হযরত মাওলানা আলহাজ্ব মহম্মদ আহাসান রেজা খাঁ মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর তত্বধানে ও নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এবং এই ওরস শরীফ সুস্থবাবে পরিচালনায় সহযোগিতা করেন মানজারে ইসলাম আরবী ইউনিভারসিটির সমস্ত শিক্ষকবৃন্দ।

উক্ত ওরস মোবারকে বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আগত বিজ্ঞ উলামায়ে আহলে সুন্নাত এবং শায়েরে ইসলাম আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আকায়ে দোআলম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র ব্যক্তিত্বের উপর সাহাবায়ে কেরাম, আইয়েম্মায়ে মুজতাহিদিন, তাবেয়ীন এবং বোর্জগানে দ্বীনেদের বিশেষ ভাবে আলা হযরতের উপর এবং দেওবন্দী, ওহাবী, নাজদী, তাবলিগী, কাদিয়ানীদের খন্ডনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উলামায়ে কেরামগণ করেন। তৎ সহ নবীপাকের তাওহীনকারী মালাউন কমলেশ তেওয়ারীর উপযুক্ত শাস্তিরও দাবী করা হয়।

ভারবর্ষের নাগরীকদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার এবং আতঙ্কবাদীদের বিরুদ্ধে আলোচনা করা হয়।

২৫শে সফর ইংরেজী ৮ই ডিসেম্বার ২-৩৮ মিনিটের সময় আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজার কুল শরীফ অনুষ্ঠিত হয়। কুল শরীফের পর দোয়া করেন শাহাজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত পীরে তরিকত এশিয়া ইউরোপের বিখ্যাত বক্তা তাওসিফে মিল্লাত হযরত আল্লামা তাওসীফ রাজা খাঁন মাদ্দাজিল্লাহুল আলী এবং তারপরে সাহেবজাদা হযরত আল্লামা আহসান রাজা খাঁ দোয়া করেন এবং সাজরা শরীফ ও দাঁড়িয়ে স্বালাত ও সালাম পাঠ করেন। এই ওরস শরীফ ইন্টার নেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়। মাহানামায়ে আলা হযরত পত্রিকার সম্পাদক আল্লামা ক্বারী আব্দুর রহমান এর তথ্য মোতাবেক প্রায় ২৫ লাখেরও বেশী জনসাধারণ আলেম উলামা ও পীর মাশায়েখ অংশ গ্রহণ করেন।

সভার শেষে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ গদ্দিনাশীন হযরত আল্লামা সুবহান রাজা খাঁ মাদ্দাজিল্লাহুল আলীর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন।

এই ওরস শরীফে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহযোগিতা ও দায়িত্ব পালন করা হয়। এই ওরস শরীফ প্রতি বৎসর আরবী সফর মাসের ২৩, ২৪ ও ২৫ তারিখে পালিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# জাশনে ঈদে মিলাদুন্নাবী

গত ৭ই পৌষ ২৪শে ডিসেম্বার ২০১৫ রোজ বৃহস্পতিবার ছিল নবী দিবস, ঈদে মিলাদুন্নাবী। বিশ্ব রাসুল জগৎগুরু মহানবী রহমাতুল্লিল আলামিন নবী হযরত মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর আগমন দিন। পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতবর্ষে শরীয়ত মোতাবেক জাঁকজমক সহকারে খুশির দিন, ঈদের দিন হিসাবে পালিত হয়।

রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নবীপাকের আগমণের খুশিতে মাসজিদ ও মাদ্রাসা সুসজ্জিত করা হয় এবং জৌলুষ মিছিল, ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মিলাদুন্নাবীর সভার ব্যবস্থা করা হয়। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা খুশির ও আনন্দের দিন এই ১২ই রবিউল আওয়াল অর্থাৎ নবীপাকের আগমন দিবস। এই দিনে মিলাদ মহফিলের ব্যবস্থা করা, দান সাদকা খয়রাত করা, জৌলুষ মিছিল করা, উত্তম পোশাক পরিধান করা, উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করা ও শরীয়ত মোতাবেক আনন্দ উৎসব পালন করা, বেশী বেশী দরুদ ও সালাম পাঠ করা জায়েজ, মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান। এই দিনটি সমস্ত মুসলমানদের ঈদের দিন হিসাবে পালন করা উচিৎ।

নশীপুর বালাগাছি ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসার পক্ষ হতে ঈদে মিলাদুন্নাবী জৌলুষ সহকারে পালন করা হয় এবং জৌলুষ মিছিল বের করে এলাকা পরিক্রমা করা হয়। পাকাদরগাহ মাদ্রাসা- বাহাদুরপুর, সুলতানপুর ও মাদাপুর মাদ্রাসা, গোপীনাথপুর মাদ্রাসা, ভগবানগোলা, সাইদাপুর মাদ্রাসা, গাড়ীঘাট মাদ্রাসা, নবকান্তপুর মাদ্রাসা, গুধিয়া মাদ্রাসা, সেখপাড়া মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থানেও ঈদে মিলাদুন্নী শান সওকাতের সঙ্গে পালন করা হয় এবং জৌলুষ মিছিল বাহির করা হয়।

# দেওবন্দী, আহলে হাদীসদের সঙ্গে সুন্নী সমন্বয় সভা করা কি শরীয়তে জায়েজ ?

*হাফিজ মহম্মদ মুস্তাকিম রেজবী, নলহাটি বীরভূম*

বিগত কয়েকদিন পূর্বে বীরভূমের সিউড়ী হতে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন আমাদের নিকট পৌছে যার শিরোনামে লেখা আছে দেওবন্দ বেরেলী ও আহলে হাদীসের সমন্বয় সভা। বিজ্ঞাপনটি পড়ে জানা যায় তারা আজাদ সমন্বয় সোসাইটি নামে একটি সংগঠন তৈরী করেছে। যে সংগঠনে দেওবন্দের পক্ষে মাওলানা সেখ আব্দুল্লাহ, বেরেলীর পক্ষে মহঃ হাসিবুর রহমান, ও আহলে হাদীসের পক্ষে মাওলানা আনোয়ারুল হক সংগঠনের নেতত্বে রয়েছে। সংগঠনের পক্ষ হতে গত ২৩শে জানুয়ারী ২০১৬ বীরভূমের সিউড়ী ঈদগাহ ময়দানে একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সমস্ত আকিদার মানুষকে সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান করা হয়।

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের নিকট ওহাবী দেওবন্দী আহলে হাদীস ভ্রান্ত। কুফরী আকিদা পোষনের কারণে পথভ্রষ্ট কাফের। যার প্রমাণ তাদের বই পত্রে লিখিত কুফরী আকিদাবলী। এই কুফরী আক্বিদার কারণে তারা কাফের ও মুরতাদ। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ১৭০ পৃষ্ঠায় বলেন–এখন ওহাবীদের মধ্যে এমন কেউ নাই যারা বেদাত ও কুফরে ডুবে নাই। তারা মুকাল্লিদ হউক বা গায়ের মুকাল্লিদ।

Pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত পুস্তকের ৬ষ্ঠ খন্ড ৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন–ওহাবী, নাজদী, কাদিয়ানী, গায়ের মুকাল্লিদ, আহলে হাদীস, দেওবন্দ সকলেই অবশ্যই কাফের ও মুরতাদ। তাদের সঙ্গে মেলামেশা, সালাম দেওয়া, উঠাবসা করা অবশ্যই হারাম।

কোরআন শরীফ ৭ পারা সূরা আনআম ৬৮ আয়াত–"এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে অতঃপর স্মরণে আসতেই জালিমদের নিকটে বসো না।"

১২পারা সূরা হুদ, ১১৩ আয়াত–"এবং জালিমদের প্রতি ঝুকে পড়ো না, পড়লে তোমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে।" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরে খাজাইনুল ইরফান (বাংলা) ৪২৬ পৃষ্ঠার ২৩০নং টীকায় বলা হয়েছে, কারো প্রতি ঝুকে পড়া তার প্রতি মেলামেশা ও ভালবাসা রাখাকেই বলা হয়।

আবুল আলিয়া বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে জালিমদের কার্য্য কলাপের উপর সন্তুষ্ট হয়ো না।

হযরত কাতাদাহ বলেছেন–মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করো না।

মসলা ঃ–ইহা হতে জানা গেল বেদ্বীন পথভ্রষ্টদের সমস্ত রকমের সম্পর্ক নিষিদ্ধ।

হুজুর সাইয়েদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ১০ পৃষ্ঠায় বলেছেন–বদ মাজহাবের নিকট হতে দুরে থাক এবং তাদের নিজেদের নিটক হতে দুরে রাখ তারা যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট করে না দেয়।

তিনি আরো বলেছেন–যে হাদীসটি মুসলীম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, উকাইলী, ইবনে হাব্বানের বর্ণনার একত্রিতকরণ এই যে বদ মাজহাবের মানুষ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেও না, জানাজায় শরিক হইও না, সালাম প্রদান করিও না, তাদের সাথে বসা ও পানাহার পরিহার করো, তাদের সাথে নামাজ পড়া ও বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন বন্ধ করে দাও।

সাদরুশ শারীয়াহ মুফতী আমজাদ আলী আলায়হির রহমা বলেন–বদ মাজহাবের সমন্বয়ে সংগঠন কখনই দ্বীনি সংগঠন নয়। সুন্নীদের এই রকম সভায় অংশ গ্রহণ করা জায়েজ নয়।

(ফাতাওয়ায়ে আমজাদীয়া ৪র্থ খন্ড ২০ পৃষ্ঠা)

ফকিহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দিন আহমদ আমজাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "ফাতাওয়ায়ে ফাকিহে মিল্লাত" ২য় খন্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন–আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মুসলমানদের জন্য ওহাবী, দেওবন্দী, আহলে হাদীস, রাফেজী ও অন্যান্য পথভ্রষ্ঠ বে-দ্বীন সম্প্রদায়ের সংগঠনে অংশ গ্রহণ করা হারাম।

উল্লিখিত আলোচনা হতে প্রমাণিত যে দেওবন্দী, আহলে হাদীস, ওহাবীদের সঙ্গে কোন রকমের কোন সংগঠন করা বা তাদের সাথে যৌথ সভার ব্যবস্থা করা নাজায়েজ ও হারাম। বেরেলীর পক্ষে যে মাওলানা হাসিবুর রহমানের নাম দেওয়া হয়েছে এই সভায় তার অংশ গ্রহণ করার কারণে সে ফাসেক, ফাজির ও গোনাহগার। তার উপর তৌবা ইসতেগফার করা জরুরী এবং এই আজাদ সমন্বয় সোসাইটি থেকে তার বেরিয়ে আসা জরুরী। যদি সে তৌবা ইসতেগফার না করে বা এই সোসাইটি থেকে বেরিয়ে না আসে তাহলে সুন্নী বেরেলী মুসলমান তাকে বয়কট করবে। অর্থাৎ তাকে কোন জালসা মিলাদ মহফিলে দাওয়াত করবে না। তার সাথে কোন রকমের সম্পর্ক রাখবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# উল্লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৪) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভুম।
৬) এম, এ, বুক ডিপো, রামপুরহাট বাসষ্টপেজ, বীরভূম।
৭) ইসলামিয়া হকসেদিয়া নুরুলিয়া মাদ্রাসা, গোপীনাথপুর, রানীনগর,
৮) মাদ্রাসা জামেয়া রাজাকিয়া কালিমিয়া–
(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,
৯) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–মুন্সিপাড়া, নলহাটী, বীরভুম।
১০) মাদ্রাসা গাওসিয়া নুরিয়া, হেরামপুর, পাঁচরাহা, ইসলামপুর
১১) মাদ্রাসায়ে রেজবীয়া দারুল ইমান–নবকান্তপুর, মুর্শিদাবাদ
১২) রেজবী লাইব্রেরী,–(ষ্টেশন রোড) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৩) মাখদুমনগর, মহম্মদ বাজার, বীরভূম, মোঃ মুনসুর আলী
১৪) মাদ্রাসা নাসিরুদ্দিন আউলিয়া, পোনকামরা, দক্ষিন ২৪ পরগনা।
১৫) মাওঃ শামিমউদ্দিন, ষ্টেশন রোড, সিউড়ি, বীরভূম। ৯৮০০১১৪২৬৩
১৬) গাওসীয়া ইঞ্জিলিয়া মাদ্রাসা, নয়াগ্রাম, মুর্শিদাবাদ
১৭) পাকাদরগাহ মাদ্রাসা, বাহাদূরপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৮) গাওসীয়া রাজাবীয়া অ্যারাবিক কলেজ, রঘুনাথগঞ্জ, গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
১৯) মাদ্রাসা গাওসীয়া মুর্শিদিয়া আজিজিয়া, শ্যামপুর শরীফ, দঃ ২৪ পরগনা
২০) গুধিয়া গাওসিয়া ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, গুধিয়া মুর্শিদাবাদ-৯৫৯৩৯৫৭৯৬৯
২১) গোলাম নবী রেজবী, বালিহারা খয়েরবাড়ি খানকাহ শরীফ
দক্ষিণ দিনাজপুর-৯৭৩২৩২২৯১৯
২২) মাওলানা গোলাম নবী নকশেবন্দী, বীরভুম–৯৭৩২১৩১৬৩৪

প্রিন্ট ও ডিজাইন
কল-৯৭৩৩৫২৭৫২৬
বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস এন্ড কম্পিউটার্স
বই পত্রিকা, কার্ড, মেমো সহ যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়।
নশীপুর বড় মসজিদ মোড় ঃ নশীপুর বালাগাছি ঃ রানীতলা ঃ মুর্শিদাবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

# SUNNI JAGAT QUARTERLY

No. RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946
Vol-12, ISUE No-1, February 2016
Editor-Md. Badrul Islam Muzaddadi
P.O-Nashipur Balagachi, P.S.-Ranitala, Dist.-Murshidabad
R.S.-30.00 Only

## সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা পত্রিকায় স্থান পাবে।
লেখা পরিস্কার পরিছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৩০/- টাকা।
বাৎসরীক সডাক ১২০ টাকা।

## লেখা পাঠানো বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
সম্পাদক ঃ- সুন্নী জগৎ পত্রিকা
পোঃ- নশীপুর বালাগাছি ✲ থানা- ভগবানগোলা ✲ জেলা- মুর্শিদাবাদ্
পিন নং-৭৪২১৩৫ ✲ ফোন নং-৯৬৭৯৪৮৮৮০২

## পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহনীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi
Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur
Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Msd.
Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi